

মীৰা দেবী ও নিরঞ্জন চক্ৰবৰ্ত্তীৰ
বিবাহ উপলক্ষে মুদ্ৰিত

২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯

“ହାଲ୍‌କା ମୁଁ

କଠିନ କଥାଟାହେ

ଭବିଷ୍ୟେ ଦିଅନ୍ତି ଚାହେଁ”

চরিত্র

কেষ্ট—বেকাব যুবক	বয়স ২৬
রাণী—ঐ ভগিনী	বয়স ২১
তারাপদ বন্দ্যো—জনৈক কোম্পানী ম্যানেজার		বয়স ৪৫
শিলি—	ঐ স্ত্রী	বয়স ৩২
মিলি—	ঐ শ্যালিকা	বয়স ২২
ডেজি—	তারাপদর কন্যা	বয়স ৯
গণেশ বাবু—	তারাপদ বন্দ্যোব কেবাণী	বয়স ৫০
মণ্টুদা—	পাডাব ছেলে ..	বয়স ১৬
কেষ্টর মা,	মেথব, দবওয়ান, চাকুবীপ্রার্থীগণ, ভৃত্য বাম	
ইত্যাদি—		

লেখক কর্তৃক সর্বস্ব সংরক্ষিত

নাটকটি অভিনয় করিতে হইলে, কিংবা অভিনয় সম্বন্ধে কোন সমস্তার উদ্ভব হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

দেবাংশু সেনগুপ্ত

প্রফেসর বাড়ী, কলিকাতা—৩১

প্রথম দৃশ্য

(স্থান—কষ্টেব শবন কক্ষ। ঘবে আসবাব বেশী নাই। একখানা সাধারণ খাট। একটি বড় টেবিল। একটি টাইম-পিস্ ঘড়ি। টেবিলের উপর বাশীরূত বই অগোছাল ভাবে বহিরাছে; কয়েকখানা বই মাটিতেও গড়াগড়ি যাইতেছে। মেঝেতে একটা কুঁজা সম্পূর্ণ কাৎ হইয়া পড়িয়া আছে; দেখিলেই বুঝা যায় তাকাত্তে একটুও জল নাই। ঘড়িতে সাড়ে আটটা বাজে, কাল—প্রভাত।

খাটে স্থান নেটের মশারী ফেলা। তাহার মধ্যে পবন নিশ্চিন্ত মনে কেঁট ঘুমাইতেছে। মশারীর সামনেব দিকটা খাট হইতে আলগা হইয়া ঝুলিতেছে। নীচে পড়িয়া আছে একটি কোল-মালিশ,—দেখিবা বুঝা যায় যে উহা মশাবীর ঐ কাঁক দিয়াই নীচে পড়িয়াছে। খাটের মাথার দিকে একখানা বাঁধান ক্রেমে ঝুলান মোটা হরফে লিখা একটি কার্ড—“এ জীবন নহে শুধু সুখ ভোগ তবে,

কঠিন কর্তব্য আছে মাথার উপরে।”

ভিতর হইতে দবজা ঠেলিয়া কাঁটা হস্তে বাণীব প্রবেশ। সে ঘবেব চারিদিকে একবার চোখ বুলাইয়া হতাশ ভাবে মাথা নাড়িল। তাহার মাথা নাড়া দেখিয়া মনে হয় ঘরের এইরূপ অবস্থা সে নিত্যই দেখে এবং নিত্যই সে ঘরখানাকে গুছাইয়া রাখে। সে একবার ঝুলান মশারীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কাঁটাটা সম্বন্ধে মাতীতে ফেলিয়া দিল, তারপর কুঁজাটা সোজা করিয়া রাখিয়া বইগুলি ঠিক করিতে লাগিল, বইগুলি গুছান শেষ হইলে ঘড়ির দিকে তাহার নজর পড়িল।—

বাণী— (স্বগতঃ) বেলা বাজে সাড়ে আটটা, বাবু এখনো ঘুমই ভাঙ্গলো না। আবার ঘটা কবে ‘মটো’ ঝুলানো হয়েছে, (বাক্য স্বরে) এ জীবন নহে শুধু স্বখভোগ তবে, কঠিন কর্তব্য আছে মাথাব উপবে! দাদার ঘুম না ভাঙ্গলে ঘবটাই বা কাঁট দি কি করে? ছোট বোন হবার নিপন ত আব একটা নয়, ডেকে ঘুম ভাঙ্গালে তাঁর দিন খাবাপ যাবে, আব যদি কাঁটার শব্দে ঘুম ভাঙ্গে ত পোড়ারমুখী বলে ঘর থেকেই বার কবে দেবেন। এখন আমি করি কি? চিন্তিত ভাবে এদিক ওদিক তাকাইল) ঠিক! (টাইমপিস্ ঘড়িটার এলামে দম দিতে দিতে স্বগতঃ) খনার বচনে ‘নিশ্চয়ই এলাম ঘড়ির নাম নেই (কাঁটা ঘরাইতে এলাম বাজিয়া উঠিল এবং নড়িম উঠিল খাট শুদ্ধ মশারী মশাবী হইতে কেটে মাথা সমেত অর্ধেক শবীর বাহির কবিরাই আবার চাতে চোখ ঢাকিয়া মশাবীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল)

বাণী— আজকে আবার কি হল? আবার শুনে যে? (উত্তরে কেটে মশারী হইতে দক্ষিণ হস্তটি প্রসারিত করিয়া গলা দিয়া একটা গোঁ গোঁ মত শব্দ করিতে লাগিল। বাণী কতক্ষণ এদিক ওদিক তাকাইয়া অবশেষে ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল)

বাণী— ও তাই বল! (কাঁটাটা দরজা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া) নাম করতে নেই বুঝি?

কেটে— (রাগত ভাবে উঠিয়া বসিয়া মশারীটা একধারে ঠেলিয়া দিল) এত পই পই করে বল, সকাল বেলাটা আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দিস। ওসব অপয়া জিনিষ আমার ঘরে আনিসনা, তা তোরা কিছুতেই গুনবিনা। কেন বেকার বলে কি আমি তোরা দাদা নই?

বাণী— (স্বয়ং তর্কস্বরে) ঝাঁট দেবো না, ঘর গুছোবোনা ?

কেট— না, না, না! আমার ঘরে কাউকে আসতেও হবে না, ঝাঁট দিতেও হবে না, গুছোতেও হবে না। বলি গুছোনা মানে কি ? (জোব দিয়া) গুছোনো মানে কি ? আমি একখানা কাপড় নিশ্চিন্ত মনে বিছানার ওপর ছেড়ে রেখে গেলাম, ফিরে এসে নিশ্চিন্ত মনে পবব বলে। আর তুমি কি কবলে ? সেই কাপড় থানাকে বিছানা থেকে সবিয়ে, তাকে আব চেনা যায় না এমন একটা রূপ দিবে, আলনার আব দশ-খানা কাপড়ের নীচে লুকিয়ে—

বাণী— (বাধা দিয়া) লুকিয়ে—?

কেট— তাছাড়া কি ? আমি ত আর খুঁজে পাই না।

বাণী— (হাসিয়া ফেলিয়া) আর সবাইত পায়।

কেট— আবার ওক !

(কতক্ষণ চুপচাপ)

বাণী— তাহলে এখন থেকে তোমার কোন কিছু গুছোনো কিংবা পরিষ্কার কবাব দরকার নেই ?

কেট— (জোর দিয়া) না আমি স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অর্থাৎ নেচারেল বিউটির উপাসক।

বাণী— কিন্তু বাইরে বার হবার সময় ত খোপ ছরসু বিছানার চাদবটী সেজে বার হওয়া চাই। তখন নেচারেল বিউটি নিয়ে বার হতে পার না ?

(এবাব একটা ভাল হাতে বগড়া বাধিত, কিন্তু বাধা পড়িল।
নেপথ্যে “বাবা কেট, উঠেছিস্ বাবা” বলিয়া দুইবার ডাকিয়া একবাটি দুধ ও এক গ্লাস তল লইয়া মায়ের প্রবেশ। যা অতিমাত্রায় মেহনতী)

মা, ঠিক যেমনটা হইলে ২৬ বছরের একটি জোবান ছেলেকে দুগ্ধপোষ্য করিয়া রাখিতে পারে।)

মা— এই যে উঠেছিল বাবা! সকাল থেকে তিন বার দুগ্ধট' গরম করলাম, (অনুনের স্বরে) এবার খেয়ে ফেল বাবা।

কেট— মুখ ধুইনি মা, (গম্ভীর হইয়া) না দুধ আমি খাব না।
আর কোন দিন খাব না—

মা— সে কি রে! দুধ না খেলে বাঁচবি কি কবে? ও কথা বলিস্ নি বাবা।

কেট— চাকরী না হলে ত খাবই না। কালকে বাবাব অত কথাব পর—(শুশ হইয়া রইল)।

মা— (চোখ মুছিয়া) চাকরী ত একদিন হবেই বাবা. ৩৩দিন ত বাঁচতে হবে!

কেট— না, চাকরী আমার হবে না। এষ্ট অপয়া মেয়েটাকে যতদিন তোমবা বিদায় না করছ ততদিন ত আমার চাকরী কিছুতেই হতে পারে না। (প্রতিবাদের উদ্দেশ্যে রাণী আগাইব আসিল, কেট তাহাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া মাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়া চলিল)। একদিন ডেকে ঘুম থেকে উঠিবে আমার সমস্ত দিনটাই মাটা করবেন। একদিন তিনি কাঁটা হাতে আবিভূর্তা হবেন। সকাল বেলা উঠতেই বাধা পেলো, চাকরীতে বাধা পড়বে না?

রাণী— আজ্ঞা দাদা, তুমি না এম. এ. পাশ করেছ, তুমি না শিক্ষিত!
আর তুমি বিবেশ কর ঐ কাঁটাতে?

কেট— কাঁটাতে বিবেশ করব না ত কিসে বিবেশ কববো?

রাণী— কেন, ভগবানে।

কেট— ভগবানে একদিন আমার বিশ্বাস ছিল না মনে করিস? খুব ছিল। তোদের মতই ছিল। কিন্তু তিন বছর বেকার থাকার পর ভগবানের ওপর আস্থা আস্তে আস্তে কমে গেছে।

বাণী— (মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া) আব কাঁটা, ধোপা, মেথর, এসবের ওপর আস্থা আস্তে আস্তে বেড়েছে, এইত ?

কেট— (অত্যন্ত হতাশ ও বিবর্ণভাবে) ভগবান অপ্রত্যক্ষ, কাঁটা প্রত্যক্ষ।

বাণী— তা বেশ, জানা রইল, তোমার বিয়ের সময় শালগ্রাম শিলার বদলে কাঁটা সাক্ষী করে বিয়ে করো।

কেট— মা, এই অসভ্য মেয়েটাকে তোমরা কবে পাব করবে ?

মা— চেষ্টার কি আর ক্রটি হচ্ছে বাবা, উনি ত হিমালয় খেয়ে গেলেন। তুইও ত একটু চেষ্টা করলে পারিস বাবা কেট।

বাণী— (অভিমানের স্বরে) তোমরা ত আমাকে পার করতে পারলেই বাচ। আমি বিয়ে করব না।

কেট— (ধমক দিয়া) থাম থাম, আর জ্বাকামো করতে হবে না। মুখে বিয়ে করব না, শেষে নাচতে নাচতে পিড়িতে গিয়ে বসবি। বড়দিকে দেখলাম, মেজদিকে দেখলাম, আমার জানা আছে।

বাণী— (ঝগড়ার সুরে) আমারও জানা আছে—

মা— তুই বাত বাণী, বাছাকে আমার দিক করিস না, বাবা কেট, ছুটা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল বাবা, খেঁয়ে কেল বাবা।

বাণী— ইঃ কেন খাব? তোমার ২৬ বছরের বুড়ো ছেলে হলেন বাছা, আর আমি কেউ নয়! (ব্যঙ্গ করিয়া) একটা বিহ্বল আনব দাদা ?

(ইহার উত্তরে কেউ একবার জলন্ত দৃষ্টিতে রাণীর দিকে চাছিল। মা কথটা শুনে পান না'ই মনে হইল, তিনি ভয় হইয়া কেউকে বলিয়া চলিলেন। ইতি মধ্যে কেউ দুখটা খাইয়া ফেলিল।

মা— এইত বেশ হয়েছে বাবা। শরীফ টিকলে তবে ৩ চাকরী ? এবার তোকে পঞ্চাননতলার মাদুলীটা আনিয়া দেব।

কেউ— (সভয়ে) সাওটা ত হয়েছে মা, আব থাক (কেউ বুকেব ভিত্তব হইতে পৈতের ঝুলান এক গোছা মাদুলী বাড়ির করিল। মা গুনিয়া দেখিলেন ঠিক আছে) -এং বাণীকে একটা আনিয়া দিও ওর বিয়ের জন্ত।

বাণী— (খেপিয়া গিয়া) থাক আর পরোপকারে কাজ নেই। আমি তোমার মত সুপারটিসাস্ নই, আমার একটা পৃথক সত্তা আছে।

কেউ— তোর আর কি, বি, এ, পাশ করে বসে আছিস, নিত্য নতুন ক্রীম আসছে, স্নো আসছে, ঝকঝকে শাড়ী আসছে আর নিশ্চিন্ত মনে চেয়ারের জৌলস বাড়াবাব চেষ্টা করছিস। আমার মত ফ্যা ক্যা করে চাকরীর জন্ত ঘুরতে হত দেখতাম কোথায় থাকত তোর ঐ ডিকসনারী মার্ক। সত্তা আর কোথায় থাকতিস তুই। মেয়েরা ত বয়স হলেই উপযুক্ত হয়। অর্থাৎ সকলের সঙ্গে সমানে ডে'পোমি করবার অবাধ ছাড়পত্র পায়। ছেলেদের উপযুক্ত হওয়া অত সহজ নয়, জানিস ?

(রাণী ইহার উত্তরে কিছু একটা মুখের মত জবাব দিতে যাইতেছিল কিন্তু তাহাতে বাধা পড়িল। ঠিক সেই সময়

বুদ্ধ ভাতা বাম একবাশ চিঠি লইয়া “হেই গো দাদাবাবু” বলিয়া চৌকাঠেব উপর হুমডি খাইয়া পড়িল। চিঠিগুলি হাত হইতে ছিটকাইয়া মেঝেতে ছড়াইয়া গেল।

কেট্ট— (অগস্ত্য অবাক হইয়া) তুই যেল ব্যাগ ট্যাগ লুট কবিসনি ত বাম ? এত চিঠি কাব ?

বাম-- জাঁজ্ঞে আপনাব দা’ বাবু।

কেট্ট— সব আমান।

বাগা - বলিস কি বাম !

৭ - হ ঠাকুব হে ঠাকুব, অ’মাব কেট্টকে বন্ধা } সমস্ববে
কবো, হে ঠাকুব।

কেট্ট— (কম্পিত হৃদয়ে দুই একখানা চিঠি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া) তাইত, তাইত, সব যে আমারই চিঠি, সবট যে চাকবীব ইন্টারভ্যুৱ চিঠি। আমি জেগে আছি ত ? (মেঝেতে পদাঘাত) না ঠিকই ত। (আব দুই একখানা খাম তুলিয়া লইয়া) না কোনই ত ভুল নেই, কি হল আমার (মাথায হাত দিয়া কাপিতে কাপিতে বিছানায় শুইয়া কেট্ট চক্ষু মুদিল। বাগা নিঃশব্দে, ও মা “বাবা কেট্ট” বলিয়া আর্জুনাদ কবিয়া আগাইয়া গেলেন কিন্তু বাম এক লাফে বিছানাব কাছে গিয়া তাচ্ছাদেব বাধা দিল)।

বাম— মা, জল, পাখা, পুবাণো ঘি, শিগগিবই (মাষেব প্রস্থান)। আপনি ছোবেননি দিদিমণি, বামো আরো বেড়ে যাবে। ওনার যা বাগ আপনার ওপর (বাগীব প্রস্থান)। (কেট্টর মাথায হাত বুলাইতে বুলাইতে) তাগিয় আপনি ছাতে ছিলেন না দা’ বাবু !

(পাখা ও পুরাণো ঘি লইয়া মারের প্রবেশ। পিছনে এক ঘটি জল লইয়া রাণীর প্রবেশ। বাম পুরাণো ঘি ও জল কেঁটর মাথার মাখিয়া দিল। বাণী পর্যবেক্ষণের ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া রহিল। মা মাথার কতকগুলি পাখার বাতাস করিতে কেঁট চোখ মেলিল)।

মা— (কেঁটর মাথা উপরে কতকটা খুঁকিয়া) এখন ভাল মনে হচ্ছে বাবা? (কেঁট মাথা নাড়িয়া জুহু মাছুবের মত উঠিয়া বসিতে সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া একটু আলগা হইয়া আসিলেন।

বাম— (যুক্ত করে উর্দ্ধদিকে চাহিয়া) ভাগ্যিস আপনি ছাতে ছিলেনা দা' বাবু!

বাণী— কেন ছাতে থাকলে কি হত রাম?

বাম— (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) তবে যখন গুনবেনই, বলি। শব্দু রাজমিস্ত্রির কাছে আমি লটারীর টিকিট বেচেছি। আমি টেনী হাতে শব্দুর ধোঁজে গেছি। দেখি সে পাঁচতলা ছাতের কার্গিলে বসে কলি ফেরাচ্ছে। আমি নীচে থেকে থেকে বনছি, শব্দু লটারী পেয়েছিস, সতের হাজার টাকা। শব্দু অমনি “কেলাবাৎ” বলে ঐ পাঁচতলা ছাতের ওপর থেকে এক লাফ। একবার ভেবে দেখলে না, কি করছি, তারপব বাস্।

বাণী— (রুদ্ধ স্বাঙ্গে) কি হল?

বাম— (হাত ঘুরাইয়া চোখ উলটাইয়া) ঐ যে বনছি, ‘বাস্’।

মা— (ভয় পাইয়া কেঁটর দিকে আগাইয়া) বাবা কেঁট, বেঁচে আছিস বাবা।

কেঁট— (মাকে নিরস্ত করিয়া বিরক্তির সহিত) দেখতেই পাচ্ছ বসে

আছি। (খাট হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) তোমরা এখন যাও
ত মা, আমার অনেক কাজ আছে। (মা ও রামের প্রস্থান)

রাণী— একসঙ্গে এতগুলি চিঠি কি করে এল, বলনা দাদা!

কেট— এল কি আর অমনি অমনি। শোন তবে. আগে ত শুধু
প্রফেসরীর দরখাস্ত করতাম কিন্তু জবাব পেতাম না
একটারও। দিন কল্প আগে একটা বুদ্ধি মাথায় এল।
তাছাড়া মনে হচ্ছিল বড় আর কিছু চাইনা, কোন রকমে
হাত খরচাটা চলে যাওয়ার মত একটা চাকরী পেলেই হল।
তাই করলাম কি, দৈনিক যত কাগজে যত 'আবশ্যক' আছে
সবেরই অল্প দরখাস্ত করতে শুরু করলাম। স্কুল মাষ্টারী
কুছ পেরোয়া নেই, কত এম. এ-ই ত স্কুল মাষ্টারী করছে।
কেরানীর কাজ, তার অল্পও দরখাস্ত দিলাম। কমপাউন্ডারী ?
ভাবলাম, ও বাড়ীর হাবুল যখন পারে, আমি পারব না ?
দিলাম দরখাস্ত। এমন কি "পাত্র আবশ্যক" ওটাই বা বাদ যায়
কেন ? তার অল্পও দরখাস্ত শুরু করলাম, বিশেষতঃ তাতে
বদি টাকার উল্লেখ থাকে। (চিঠিগুলি দেখাইয়া) তারই
ফল এইগুলি. বুকেছিস্ ? (গর্জের সহিত) ওমনি ওমনি
আসেনি, হঁ। (হঠাৎ ঘড়িটার দিকে মজর পড়িতে) আরে
আরত একটুও সময় নেই। (অতি মাত্রায় ব্যস্ত হইয়া) এখন
আমি কি করি ? আমার যে এখনও যুখ ধোয়াও হয়নি।
(উচ্চ স্বরে) রাণী, ও রাণী।

রাণী— (গিছন হইতে সরে উচ্চতর তাণ করিয়া) আমি ভেতলার
যাইনি। এখানেই আছি।

কেট— (বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া) ওঃ আছিস্। আমার কাপড়,

আমা, মুখ ধোয়ার জল, শিগগিব। (রাণীকে প্রাচ্য ঠেলিয়া দিয়া) তাড়াতাড়ি যা লক্ষ্মীটি বোন।

রাণী— (মেঝেতে অবস্থিত জলেব ঘটিটা দেখাইয়া বাইতে বাইতে) ও যে ঘটিতে জল আছে, মুখ ধোও ততক্ষণ, হঁ, এখন লক্ষ্মীটি বোন। (প্রস্থান)

(কেষ্টও দবজা দিয়া জলের ঘটি লইয়া বাহিরে গেল। ইত্যাবসরে মার প্রবেশ)

মা— বাবা কেষ্ট, কোথায় গেলি বাবা? (প্রস্থান)

(কেষ্ট ফিরিয়া আসিয়া মেঝে হইতে কয়েকখানা চিঠি উঠাইয়া খাম ছিঁড়িল। এমন সময় কৌচান ধুতি ও ফর্সা পাঞ্জাবী হাতে রাণীব প্রবেশ। কেষ্ট ত্রস্তে ব্যস্তে বাণীব হাত হইতে কাপড় পাঞ্জাবী লইয়া পাশেব ঘবে চলিষ গেল। বাণী চিঠিগুলি উঠাইয়া টেবিলেব উপর গুছাইন্তে লাগিল)।

কেষ্ট— (স্বসজ্জিত ভাবে ফিরিয়া আসিয়া) এখন কোন ইন্টারভিউ-টার প্রথম যাই? (একখানা চিঠি টেবিল হইতে উঠাইয়া লইয়া বাহিরের দরজার দিকে বাইরাব পথে খুলিয়া পড়িয়া) বাবা, এষে ট্যাংরা বোড! দেখি এর চেয়ে কাছে কোথাও আছে কি না (ফিরিয়া আসিয়া ত্রস্তভাবে আরেক খানা চিঠি তুলিয়া পুনঃ যাজ্ঞা করিল। (চিঠি খানা খুলিয়া) টরপেডো বণ্ডো। ২এ, নেতাজী স্মৃতি রোড, (চিঠিটা পকেটে ফেলিয়া খড়ির দিকে চাহিয়া) এটা বোধ হয় চলতে পারে। (দরজাটা খুলিতে বাইবে এমন সময় মারের প্রবেশ)।

মা— একি, শুকনো মুখে কোথায় চলেছিস কেষ্ট?

কেট— (অভিযাত্রায় বিরক্তির সহিত) খেজরি ছাই, আবার পিছু ডাকে ! (ফিরিয়া আসিয়া খাটে বসিল)।

মা— (একটু অপ্রস্তুত হইয়া) কোথায় যাচ্ছিলি বাবা ?

কেট— (হতাশ ভাবে) যাচ্ছিলাম ত চাকরীর জন্তই।

মা— (অনুতাপের সুরে) তা যা বাবা, যা। যাত্রাটা বদলে যা। মা পেছু ডাকলে কিছু হয় না। যা ত মা রাণী, থোকাব আরেক প্রহ কাপড়-জামা নিয়ে আয়। (রাণীর প্রস্থান)। (চোঁচাইয়া বাণীর উদ্দেশ্যে) আর একটু ঠাকুরের নির্মালাও আনিস, শুনেছিলি ? (কেটের প্রতি) এবার একটি বিয়ে কর বাবা।

কেট— ব্যস, ব্যস, ব্যস। নাও এখন থেকেই আগাম গাইতে শুরু কর !

(নির্মালা এক হাতে, অপর হাতে জামা-কাপড় লইয়া রাণীর প্রবেশ। মা হাত বাড়াইয়া নির্মালাটুকু লইলেন। কেট খাট হইতে উঠিয়া জামা কাপড়ের জন্ত হাত বাড়াইল)।

বাণী— (কেটের হাতে জামা কাপড় ছুঁত করিয়া প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুরে) যাও যাত্রা বদল করে এসো গিয়ে। (কেটের প্রস্থান)। (মাকে) দাদার যে এত মানামানি এর জন্ত দায়ী তুমি।

মা— আমি কি এমন করে মানতে বলেছি মা ? সবই অদ্ভুত।

বাণী— পথটা ত তুমিই দেখিয়েছ। কোন সমাজতন্ত্রী দেশ হলে এজন্ত তোমার জেল পর্য্যন্ত হতে পারত, জান ? ছেলেকে মাদ্রাস নামের অযোগ্য করে তোলা যায়ের পক্ষে সামান্য অপরাধ নয়।

মা— (ক্রন্দনের সুরে চোখ মুছিতে মুছিতে) আমাকে আর ছেলে মাদ্রাস করা শেখানি রাণী। কি কখনেই যে তোকে লেখা-

পড়া শিখতে দিয়েছিলাম (যন ঘন চোখ মুছিতে লাগিলেন) ।
(সজ্জা বদলাইয়া কেঠের প্রবেশ) এই নির্খাল্যটুকু কপালে
হোঁয়া বাবা (কেঠ মায়ের হাত হইতে নির্খাল্য লইয়া
কপালে হোঁয়াইল) । এখন পকেটে রাখ । (উৎকণ্ঠিত
ভাবে টেবিলের চিঠিগুলির দিকে তাকাইয়া) ঐ সবগুলি
চাকরীই যেন নিসনি বাবা ।

কেঠ— (দরজা অভিমুখে পা বাড়াইয়া) সব চাকরীগুলিই তোমার
ছেলেকে যেন কেউ দিয়ে বসেছে । (দরজা খুলিয়া বাহিরে
পা দিতে যাইবে আঁতকাইয়া পিছন দিকে পড়িয়া যাইবার
উপক্রম হইল । (রাণী ও মা ছুটিয়া আগাইয়া গেলেন) ।

মা— { সমস্বরে } কি হল কেঠ, কি হল বাবা ?
রাণী— { সমস্বরে } আবার ফিট নাকি ?

কেঠ— (মেঝে হইতে উঠিয়া রাগের সহিত) হয়েছে আমার মাথা
আর মৃগু । ব্যাটা কাজ করতে আসবার আর সময় পেল
না, (বাহিরে কাঁটার শব্দ) এমন মেঘর যে কেন রাখ তোমরা
রুঝি না, (স্বপ্নত, হতাশ ভাবে) এখন আমি করি কি ?
(মেঘর আসিয়া কাঁটা হস্তে দরজার সম্মুখে দাঁড়াইল) হায়
মা কালী, এবে আমার ঘাড়ে উঠতে চায় !

মেঘর— এ মা জী, হামারা কেনা কল্লর হয় ?

মা— (ব্যস্ত ভাবে) বলনা রাণী, ওকে একটু পরে আসতে । (রাণী
দরজা ভেঙাইয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল এবং অল্প সময়ের
মধ্যেই কিরিয়া আলিল) ।

রাণী— এবার যাও দাদা, তোমার রান্না পরিকার করে দিয়ে এসেছি,
মিলিটারীর রান্না তোমার অল্পও দেখছি তাপাস' যাইনাস

এনগেজ কবা দরকাব। (হুয় বদলাইয়া) এবার তোমার
 বাজা বদলেব কি ব্যবস্থা করি বলত ? কাপড় ত আব
 নেই। (এদিক ওদিক তাকাইয়া ঘবের এক কোন হইতে
 একটা ছাতা আনিয়া কেটেব চাতে দিল) এইটে নিয়েই না
 হয় বাজা বদল কব

(কেটে দণ্ডাব নিকটে গিয়া চক্ষু মুদিত কবিয়া ছাতা হস্তেই
 যুক্ত কর হইল)

মা— (পিছন হইতে) দুর্গা, দুর্গা, গণেশ, গণেশ, দুর্গা, দুর্গা, গণেশ,
 গণেশ ।

কেটে— দুর্গা, দুর্গা, গণেশ, গণেশ,

বালী— (যোণ দিয়া ঐষৎ ব্যঙ্গ স্বরে) দুর্গা দুর্গা, গণেশ, গণেশ.....
 (কেটের প্রস্থান। রাণী তবুও বলিয়া চলিল) দুর্গা, দুর্গা, গণেশ,
 গণেশ.....

—

দ্বিতীয় দৃশ্য

[তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস, জেনারেল অফিসের মাত্র একাংশ দেখা যাইতেছে, বাকীটা পাটিশন দিয়া আড়াল করা। পাটিশনের এপাশে (ষ্টেজের সম্মুখ দিকে) করিডর, জেনারেল অফিসের আরেক ধারে (ষ্টেজের একপাশে, প্রায় এক তৃতীয়াংশ) আরেকটি পাটিশন দিয়া আড়াল করা তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের খাস-কামরা। তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রৱেশ। তিনি খাস-কামরায় বসিয়া ফাইল উন্টাইতেছেন ও পাইপ টানিতেছেন। জেনারেল অফিসের মাত্র তিনজনকে বাহির হইতে দেখা যাইতেছে। একজন মহিলা টাইপিষ্ট, বাঙ্গালী, ঠিক খাস কামরায় পাটিশনেব গায়েই বসিয়া টাইপ করিতেছেন। একজন প্রৱেশ করিয়া (হেড ক্লার্ক) বিরাট এক লেজারের উপর দোয়াং চাপাইয়া আঁক কবিত্তেছেন, সম্মুখের পাটিশনের আড়ালে বসিয়া আরেকজন কে কাজ করিতেছে তাহার শুধু হাত দেখা যায়। আরও একখানা চেয়ার ও টেবিল সাজান রহিয়াছে করিডর দিয়া ঢুকিবার রাস্তার উপরেই, তাহাতে লোক নাই। বুঝা যায়, অফিস সবে মাত্র খুলিয়াছে।

পর্দা উঠিতেই দেখা গেল কভিডরে চাকুরী প্রার্থীগণ ঠেলাঠেলি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহাদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া একজন চাপরাশী করিডরটা কাঁট দিতেছে।]

এক নং চাকুরী প্রার্থী—এ দেখছি কোঁটসে বিদায় করবার মতলব
রে বাপ!

তৃতীয় নং—এই ভেইয়া, দেখোনা আউর কেংনা দেবী হায়।

চাপরাশী—সোবুর করেন, সোবুর করেন, সাহেব ত আভি আস্ছে।

তৃতীয় চাকুরী প্রার্থী—আর কত সবুর করব বাবা। ঠায় এক ঘণ্টা ত

দাঁড়িয়ে আছি। ১০টায় যখন অফিস খোলে ৯টায় আগতে
বলা কেন রে বাবা !

চাপরাশী—(পার্টিশন ঝাড়িতে ঝাড়িতে নির্লিপ্তকণ্ঠে) চাকরী মিলতে
ইচ্ছা করলে, কোষ্টো কোবতেই হয়।

(ত্রস্তে ব্যস্তে কেঁটার প্রবেশ, হাতে একখানা বই ও ছাতা)

কেঁট— হায় মা কালী, এখানেও কাঁটা ? না ! (বলিয়াই চক্ষু
মুদিয়া জেনারেল অফিসের দিকে ডাইভ করিতে চাপরাশী
সঙ্গে মুখোমুখী ঠোকাঠুকি হইয়া গেল। চাপরাশী নাক
চাপিয়া 'মার ডালা বাপসু' বলিয়া বসিয়া পড়িল)

এক নং চাকুরী প্রার্থী—(অক্ষুট স্বরে, স্বগত) খুব চেষ্টে, যেমন
আমাদের কাঁটার বাড়ি খাওয়াচ্ছিল।

হুই নং ঐ—ইনি আবার কে এলেন, লাট সাহেবের নাতি নাকি ?

(চাপরাশী ইসা বা করিতে চাকুরী প্রার্থীগণ পিছাইয়া টেক্সের
বাহিরে চলিয়া গেল)।

কেঁট—(বহু কষ্টে নিজের যন্ত্রণা গোপন কবিয়া) টর্পেডো বাবু আছেন ?
লেডি টাইপিষ্ট—টর্পেডো !

হেড ক্লার্ক—জার্মানীর ?

কেঁট— না মশাই, মিঃ টরপেডো বণ্ডো।

হেড ক্লার্ক—মিঃ তারাপদ বন্ডো বনুন।

কেঁট— (সপ্রতিভ ভাবে চিঠি খানার উদ্দেশে পকেটে হাত দিয়া)
তবে লিখেছেন কেন টর্পেডো ? (পকেট হইতে চিঠি বাহির
না হইয়া নির্দল্য বাহির হইলে, স্বগত) ঐ যাঃ জামা বদল
করবার সময় চিঠিটা ত বাড়ীতেই রয়ে গেছে !

ম্যানেজার—কে এসেছেন গণেশ বাবু ? আমার কাছে পাঠিয়ে দিন।

হেড ক্লার্ক—(কেঁটকে) ঐ যান ডাকছেন।

কেট— (জেনাবেল অফিসের ভিতর দিয়া ম্যানেজারের খাস কামবার ঢুকিল এবং বিনা বিধায় চেয়ারে গিয়া বসিল) আমায় আপনারা ডেকেছেন কেন বলুন ত ?

ম্যানেজার—(এ প্রস্নে প্রথমটী কিছু হকচকাইয়া গেলেন, পরে সাম-
লাইয়া লইয়া উত্তর দিলেন। স্বভাবতঃই তিনি কেটকে
একজন বিনীত চাকুরীপ্রার্থী বলিয়া চিনিতে পাবেন নাই।
আজ্ঞে কিছু যদি মনে না করেন, আপনার নামটা ?

কেট— আমার নাম কেটধন চট্টরাজ ।

ম্যানেজার—(অতি আপ্যায়িত ভাবে) ইউ মিন, কে, ডি, চট্টরাজ,
মিলিসনেসাব, লক্ষপতি, আয় আই বাইট ?

কেট—আজ্ঞে না। আই জাভ নাথিং টু ডু উইথ মাই কবচুনেট নেম
সেক ।

ম্যানেজার—(এই সংবাদে তাঁহার সম্পূর্ণ ভাবান্তর উপস্থিত হইল ।
লোকটাকে অতিমাত্রায় অহেতুক খাতির করাতে নিজের
উপর খুব বিবক্ষ হইয়া) গণেশ বাবু । (গণেশ বাবুর প্রবেশ)
গণেশ বাবু—স্মার ?

ম্যানেজার—এই ডল্ললোককে আমরা কেন ডেকেছি ?

গণেশ বাবু—(স্পষ্টতঃ পাশের ঘর হইতে তিনি সমস্ত তুলিতেছিলেন)
সেই চাকরীটার জন্য ইনি একজন ক্যাণ্ডিডেট ।

ম্যানেজার—বটে ? (কেটের দিকে চাহিয়া) আপনি এই অফিসে
একখানা দরখাস্ত দিরাইছিলেন ?

কেট— আজ্ঞে, দরখাস্ত ত কতই দিরাইছি, কোনটা ?

ম্যানেজার—৩০ টীকা মাইনের একটা কেরানীগিরির (কথার-ত্রে
প্রকাশ পাইল যে তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, কেটকে দিয়া

তাঁহাব চলিবে না এবং তাহাকে তিনি বিদায় করিতে চান)।

আপনার অভিজ্ঞতা ?

কেট— (হতাশ হুবে) সে সুরোগ আর আপনারা দিচ্ছেন কৈ !

ম্যানেজার—কোশালিকিসেনস্ ?

কেট—এম, এ ফিলজফিতে।

ম্যানেজার—ড্যাম ইয়োর ফিলজফি। যোগ বিরোগ কবতে পারেন ?

কেট— (আহত হইয়া) না পারার কি ?

ম্যানেজার—(দেবাজ হইতে বড় লেজার বইএর ছন্নখানা ছেঁড়া পাতা বাহির করিলেন) কবে নিরে আশুন ত এইটা। (তিনি নিজেব ফাইলে মন দিলেন। কেট পাতা কন্নখানা লইয়া জেনারেল অফিসের খালি টেবিলটায় লাইন শুনিতে বসিল।)

কেট— সর্বনাশ ! একশ ডেটার্লিশ লাইন ! এত বড় যোগ বে হতে পারে তাত অগ্নেও কোনদিন কন্ননা করতে পারিনি। (মাথায় হাত দিয়া কবিতে লাগিল।)

(ইতি মধ্যে গণেশ বাবু একবার একখানা কাইল লইয়া গিয়া ম্যানেজারকে দেখাইয়া কি সহি করাইয়া লইয়া আসিলেন। একবার টাইপিষ্ট মহিলাটি কলিং বেল টিপিল তাহাতে কেহ সাড়া দিল না। তারপর সে উঠিয়া গিয়া ম্যানেজারের টেবিলে একখানা কাগজ চাপা দিয়া রাখিয়া আসিল এবং অগ্নয় করেকখানা কাগজ লইয়া আসিল।)

কেট— (স্বগত) যোগ বিরোগ সবক্কে কেবন একটা সমীতনী বারণা হয়ে গিরেছিল, নাঃ, না পারার কি, বলে বোধ হয় ভাল করলার না (কাগজ হাতে একবার উঠিয়া লাড়াইয়া) জীবন মরণ সমস্তা, একবার মিলিয়ে দেখা ভাল। (বসিয়া আবার কবিল, তবে খুব জীড়াডাড়া) মিলল না উ, তাঁইউ (তিন চার

বার উঠ-বস করিয়া) তাইত ! (আরেকবার কবিল, এবার আবও তাড়াতাড়ি) কি যন্ত্রণা, এবার দেখি অল্প আবেকটা বেজান্ট হয় ! (আর কয়েকবার উঠ-বস করিল তাবপর গণেশ বাবুর নিকট সাহায্যার্থে গেল) শুনছেন, ও মশাই ? (গণেশ বাবু শুনিতে পাইলেন বলিয়া মনে হইল না, অধৈর্য্য হইয়া কেউ লেজাব খাতা ধরিয়া টান দিল, তিনি পূর্বানুরূপ একটা বড় লেজাবের উপর দোষাত বাধিয়া লিখিতে-ছিলেন। কেউর ই্যাচকা টানে দোষাত হইতে খানিকটা কালি ঝলকাইয়া লেজাবের উপর পড়িয়া গেল। তিনি হাঁ হাঁ করিয়া দোষাতটা ধবিয়া ফেলিলেন) মাসে আপনাদেব পাঁচশ টাকার ডাক টিকিট খরচ হয় ?

গণেশ বাবু—(বারপরনাই বিবস্ত্র হইয়া) হয় মশাই হয়, হল ?

(পুনরায় কাজে মন দিলেন)

কেউ— দেখুন, আমার কেমন যেন বিখেস হচ্ছে না।

গণেশ বাবু—এটা অফিস, রসিকতার জায়গা নয়।

কেউ— (হতাশ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া অল্পটা পুনরায় কবিত্তে চেষ্টা করিল এবং তাহার হাতটা অতি দ্রুত গতিতে চলিতে লাগিল) এই নিয়ে চার রকম হল (খামিয়া) ছুস্তরি ছাই, কানের কাছে কেবল খট খট করলে কেউ অঙ্ক করতে পারে ? (টাইপ রাইটারের উপর হস্ত স্থাপন করিয়া লেডি টাইপিষ্টকে) প্রিজ টপ জাট খট খট। (টাইপিষ্ট কর্ণপাত করিল না, কেউ পুনরায় অঙ্ক মন দিল) এই শেষ বার।

ম্যানেজার—হল আপনার ?

কেউ— (অস্বমনস্ক ভাবে) এই শেষ বার। একশ তেতাল্লিশ লাইনের যোগ অঙ্ক। কেউ শুনেছে কখনও ?

(উঠিয়া দাঁড়াইয়া) পাঁচ বার কবলাম। পাঁচ রকম ফল হল। এখন আমি করি কি ? (অতি অনিচ্ছাভাবে পদক্ষেপ করিয়া ম্যানেজারের ঘরে প্রবেশ করিল। ম্যানেজার তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত কবিলেন)

ম্যানেজার—কৈ গণেশ বাবু, হল আপনার ? (ছুই হাঁটুর উপর বহৎ লেজারটি স্থাপন করিয়া কুন্ত অবস্থায় ব্লটিং দিয়া কালি ঘষিতে ঘষিতে গণেশ বাবুর প্রবেশ)

ম্যানেজার—(ব্যাপারটা দেখিয়া) বুড়ো হয়ে গেলেন, তবু কালি না ঢেলে কাজ করতে পারেন না, আশ্চর্য্য !

গণেশ বাবু—আমি স্ত্রার, স্ত্রার আমি.....(নানা প্রকার অলঙ্কার করিয়া কেট তাহাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ফল হইল না) এই ভদ্র লোক স্ত্রার ফেলে দিয়েছেন। (ম্যানেজার বিরক্ত হইয়া কেটর দিকে চাহিলেন, কেট জুহু হইয়া গণেশ বাবুর দিকে চাহিল। গণেশ বাবু তেমনি দোভাঁজ অবস্থায় ব্লটিং ঘষিতে লাগিলেন)।

ম্যানেজার—কৈ চিঠিটা হল ? (লেডি টাইপিষ্ট উঠিয়া দাঁড়াইয়া চিঠিটা মেন্সিন হইতে খুলিল)

লেডি টাইপিষ্ট—(সভয়ে চিঠিটার দিকে চাহিয়া প্রায় চীৎকার করিতে বাইতেছিল) সর্বনাশ এখন আমি করি কি ? (চারিদিকে হতাশ ভাবে চাহিল)

নেপথ্যে কণ্ঠস্বর—বড় সাহেবের শালীর আবার ভয় কি ? (লেডি টাইপিষ্ট ভীত ভাবে খাল কামরার প্রবেশ করিল।)

ম্যানেজার—(তাড়াতাড়ি টাইপিষ্টের হাত হইতে কাগজ খানা দেখিয়া, যারপরনাই অবাক হইয়া) আরে, আজকে তোমাদের হল কি ?

লেডি টাইপিষ্ট—মানে.....মানে.....(কেট পূর্ববৎ পা হাত নাড়িয়া ইসারায় তাহাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ফল হইল না) এই প্রজলোক যেসিনের ওপর হাত রেখে সব নষ্ট করে দিচ্ছেন।

ম্যানেজার—দেখুন কেটখন বাবু, আপনাকে ত আব এক মুহূর্তও এখানে বসতে দিতে সাহস হচ্ছে না। তা ছাড়া অঙ্কটাও ত হয়নি। এনি ফিক্ থ ক্লাসের ছেলে পাবত। (উচ্চ স্ববে) চাপরাশী, চাপরাশী! সঙ্গে সঙ্গে কলিং বেল টিপিতে থাকিলেন। (হাউ হাউ কবিতা কাদিতে কাদিতে চাপরাশীর প্রবেশ)!

ম্যানেজার—(ফাটিয়া পড়িয়া) এই কেয়া হয়। তোমকে, কেয়া হয়?

চাপরাশী—এই বাবু হজুর, শিরসে মার দিয়া। (পুনরায় ক্রন্দন)

লেডি টাইপিষ্ট—শিরসে মার দিয়া! (দাঁতে দাঁত লাগিবার উপক্রম। পরে সামলাইয়া লইয়া পিছনের দরজা দিয়া পলায়ন।)

গণেশ বাবু—শিরসে মার দিয়া, কি সর্বনেশে কথারে বাবা! গুঁতোয় নাকি? (লোকে গুঁতোনো গরু যেমন ভাবে এড়াইয়া চলে তেমনি ভাবে কেটর পাশ কাটাইয়া জেনারেল অফিসে প্রস্থান)।

ম্যানেজার—(দাঁড়াইয়া উঠিয়া, কেটকে) আচ্ছা নমস্কার।

(ইঙ্গিত বুঝিতে কেটর একটু দেয়ী হইল, তারপর স্বাভাৱে আঙে প্রস্থান। চাপরাশীকে) এট্টনে বাবা চার আনা বকশিস, আর কাদিয়ানি। (ম্যানেজার নিজের মনি ব্যাগ খুলিয়া একটু ট্রিকি বাহির করিয়া চাপরাশীর দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন। চাপরাশী তাহা হুড়াইয়া লইয়া চুপ

করিল। কিছুক্ষণ পরে পা টিপিয়া ভীত ভাবে লেডি
টাইপিষ্টের প্রবেশ

লেডি টাইপিষ্ট—(ম্যানেজারের কাছে গিয়া) লোকটা গেছে জামাই
বাবু ?

ম্যানেজার—(স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া) হ্যাঁ, গেছে। (উচ্চ স্বরে) আজকে
আর দেখা হবে না, বলে দিন গণেশ বাবু। গণেশ বাবু
করিডরে গিয়া অদৃশ্য চাকুরী প্রার্থীদের খবরটা উচ্চকণ্ঠে
জানাইয়া দিয়া আসিলেন। লেডি টাইপিষ্ট আসিয়া স্বস্থানে
বসিল। নীরবে পূর্ববৎ কাজ চলিতে লাগিল; কিন্তু তাহা
অল্প সময় মাত্র।

কেটের পুনঃ প্রবেশ ও সঙ্গে সঙ্গে সকলের মুখে আতঙ্কের
ছায়াপাত। কেট প্রথমে কোনদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া
ম্যানেজারের টেবিল হইতে সেই অঙ্কের কাগজ কর্ত্তানা
পুনরায় তুলিয়া লইল।)

কেট—(ম্যানেজারকে) বাড়ীতে একবার কবে দেখব (ম্যানেজার
আতঙ্কিত হইয়া স্থির হইয়া রহিলেন। একটা কথাও
বলিলেন না। কেট তারপর গণেশ বাবুর কাছে গেল।
গণেশ বাবু আড়ষ্ট) তাহলে এখন আসি গণেশ বাবু, কি
বলেন ? (কেট এইবার দোয়াতটা ইচ্ছা করিয়া তুলিয়া
সমস্ত কালীগুলি লেজারে ঢালিয়া দিল। তারপর লেডি
টাইপিষ্টের কাছে গিয়া চলন্ত মেশিনটার উপর তাত দিয়া)
আপনাকে কষ্ট দিলাম, কিছু মনে করবেন না।

লেডি টাইপিষ্ট—(সতর্ক কাগজটার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগত)
আবার সব নষ্ট করলে। এখন না গুঁতলে বাঁচি।

কেট—(স্বগত) চাপরাশী ব্যাটাকে ত দেখছি না। ছুঃখ রয়ে গেল।

চাপবান্ধী—(কবিভবের পাশ হইতে মুখ বাড়াইয়া) সীতা বাম সীতা
রাম !

লেডি চাইপিষ্ট—এখন আবাব না আসে ।

গণেশে বাবু—ক্যাৰলা !

— — —

তৃতীয় দৃশ্য

(বাণীব শয়ন কক্ষ। বেশ স্নদৃশ্য ভাবে সাজান। একখানা পাংখাট, একখানা ড্রেসিং টেবিল ও চেয়ার, একখানা ইজি চেয়ার, একখানা টেবিল। টেবিলের উপর খানকয়েক রবীন্দ্রনাথের বই ও বাংলা নতুন স্নদৃশ্য ভাবে সাজান। কাল—বেলা ৪টা।

পক্ষি উঠিতে দেখা গেল রাণী ইজি চেয়ারে শুইয়া বই পড়িতেছে। তাহাব চুলগুলি ইজি চেয়ারের মাথার উপর দিয়া ছড়ান। কেউ ড্রেসিং টেবিলের নিকট সাজিতেছে।)

বাণী— তাহলে দাদা ও চাকরীটা তোমার হল না। তবে কি জান, চাকরীটা তোমাব এমনিতেও হত না, ওমনিতেও হত না; ঝাঁটাকে তুমি মিছি মিছি দোষ দিচ্ছ।

কেউ— হঁ, মিছিমিছি দোষ দিচ্ছি! প্রথম থেকে শোন তবে। (ড্রেসিং টেবিলের চেয়ারটা লইয়া ঘুরিয়া বসিল) প্রথম ত বেরিয়েই এক ছুঁচটনা। আমি রাস্তা পার হতে যাচ্ছি, আমার আগে আগে যাচ্ছেন এক ভদ্রমহিলা। একটা দোতলা বাস প্রায় তাঁর ঘাড়ে পড়ে-পড়ে; দিলাম এক ধাক্কা। (বড়াইয়ের সুরে) কাজটা ভাল করেছি কি মন্দ করেছি?

রাণী— ভালই ত করেছ।

কেউ— দেখত, কোথায় ভদ্রমহিলা একটু মিটি গলায় আমাকে ধস্তবাস্ত দেবেন, যেমন নভেলে টেভেলে পড়ি, না, উণ্টে চোট-পাট। কেন ধাক্কা দিলেন? বত বলি, না হলে গাড়ী চাপা

পড়তেন, বলে, পড়তাম ত আপনার কি? আপনি ত আমার কেউ হন না? আচ্ছা শোন কথা!

বাণী— ভাবপর?

কেট— যত বলি বড় দরকারী একটা কাজে যাচ্ছি, এখন সময় নেই, তবু তর্ক করে। ভীড় ভেদে গেল। বেগতিক দেখে ওনাব হাত থেকে একখানা ঠিকানা লেখা বই নিয়ে দে দৌড়।

বাণী— ঠিকানা কেন?

কেট— বাঃ আশ পথে তর্ক রেখে দৌড়লে কাপুরুষ ভাববে না? তাই বাকী তর্কটা গুর বাসায় গিয়ে করব বলে ঠিকানাটা নিলাম।

বাণী— (হাসিয়া) হঁ, তাই এত সাজসজ্জা, কেন. তোমার কি গুঁব কেউ হবাব ইচ্ছে হয়েছে নাকি?

কেট— (উত্থিয়া পড়িয়া) এই জন্তেই তোমের কাছে কিছু বলতে ইচ্ছে করে না।

বাণী— (কেটকে নিরস্ত কবিয়া) আচ্ছা, আচ্ছা, বল। আর কিছু বলব না।

কেট— (আবার বসিয়া) বাসেব পেছনে ছুটেছি ত ছুটেইছি, এদিকে আমার ছাতার সঙ্গে যে এক বামুনের ছাঁদার সঙ্গে আটকে গেছে, তাত টের পাইনি। আমি ছুটছি বাসেব পেছনে, বামুন ছুটেছে তার ছাঁদার পেছনে। আমিও বাসে উঠেছি, বামুনও বাসে উঠেছে। তারপর সে কি চোটপাট, বাপস।

বাণী— (খুব হাসিতে হাসিতে) তারপর?

কেট— কিছুতেই ধামে না, তার ছাঁদা থেকে ঘিরের বাটী মাধার ঢেলে দিলাম, ভাও ধামে না।

বাণী— ঘিরের বাটী মাধার ঢেলে দিলে! কেন?

কেট— তোরাও ত আমাব মাথায় ঘি দিয়েছিলি।

বাণী— সে ত পুৰণো ঘি, তা বলে নতুন ষিঙলি তার মাথায় দিলে, আহা বেচারী। (হাসিতে লাগিল)

কেট— (রাগ করিয়া) আবাব হাসছিস ?

বাণী— (গম্ভীর হইয়া) আর হাসব না। তারপর ?

কেট— সবাই মিলে ত বামুনকে নাবিয়ে দিলে। বসলাম। আবার নতুন বিপদ। কণ্ডাকটর টিকিট চাইতে দেখি পরগা সেই...

বাণী— জামা বদল করার সময় মনি-ব্যাগটাও ত রেখে গিয়েছিলে।

কেট— আরে সেত আমিও তখন বুঝলাম, কিন্তু বুঝলে কি হবে বল ? কণ্ডাকটর সামনে দাঁড়িয়ে। খোঁজা খামালেই নাবিয়ে দেবে। একবার বুক পকেটে হাত দি, একবার ও পাশের পকেটে হাত দি। আবার বুক পকেটে হাত দি, একবার এ পাশের পকেটে হাত দি, আবাব ও পাশের পকেটে হাত দি—শেষে পরগা ত বার হল।

বাণী— সে কি, তোমার ঐ আনকোরা ধোপাবাড়ীর জামার পকেট থেকে ?

কেট— আরে, আমার পকেট থেকে কি আর, পাশের লোকের পকেট থেকে।

বাণী— (অত্যন্ত বিব্রত) কি সৰ্বনাশ, ফেরৎ দিয়ে দিয়েছ ত ?

কেট— বাঃ ফেরৎ দিলে টিকিট করতেই কি দিয়ে ? (বাণী কি বলিতে যাইতেছিল, তাহাকে থামাইয়া) তর নেই, ঠিকানা নিয়ে এসেছি, আজকেই ফেরৎ দিয়ে আসব।

বাণী— তোমার দেখছি তাহলে আজকে মেলা এনগেজমেন্ট।

কেট— আরে সেই জন্তই ত। সেই জন্তই ত (কিএ হস্তে ফ্রেসিং টবিলের দ্বার খুলিয়া দোর কোঁটা খুলিয়া খাবলা

খাবলা মাখিতে লাগিল)।

রাণী— (দেখিতে পাইয়া উঠিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বাধা পাইল) ওমা দেখছ, একি দই নাকি যে খাবলা খাবলা চালাচ্ছ, ওমা কি খারাপ! চুলগুলি চেয়ারের সঙ্গে কখন বেঁধেছে! ওমা...

কেট— মা এখন ঠাকুর ঘরে, শুনতে পাবেন না। (মাখিতে লাগিল)

রাণী— রাখ শিগিরিই।

কেট— তোর কি, বাবার আফ্লাদী মেয়ে, আবার কত আসবে। (হাসিয়া) চাকরী হলে তোকে না হয় একটা মেটাল-পলিশ কিনে দেব। যা রং!

রাণী— আমার রং ঘাই হোক, তোমার কি? খোল শিগিরি। (কেট কর্ণপাত না করিয়া নিবিষ্ট মনে স্নো মাখিতে লাগিল) খোল শিগিরিই। (কেট স্নো মাখা শেষ করিয়া দেবাজ হইতে একখানা কাঁচি বাহিব করিয়া দরজার কাছে গিয়া কাঁচিটা মেঝের উপর দিয়া রাণীর দিকে ঠেলিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে দরজাটা ভেজাইয়া বাহির হইয়া গেল) ওমা কি খারাপ, দেখছ.....

(যবনিকা)

চতুর্থ দৃশ্য

[তারাপদ বন্দ্যোয়ার বৈঠকখানা। সোফা ও কোচ দিরা হাল ফ্যাসানে সাজান। ঘরে দুজন যাত্রী লোক, একজন তারাপদ বন্দ্যোয়ার অফিসের সেই লেডি টাইপিষ্ট ওরফে তারাপদ বন্দ্যোয়ার শালী। অপবজন তারাপদ বন্দ্যোয়ার জী। শালী এবং জীর মধ্যে বয়সের পার্থক্য বেশ কিছু। বড় বোনের নাম লিলি, ছোট বোনের মিলি]

লিলি— তাড়াতাড়ি কর মিলি, ভক্তলোকের আসার সময় হয়ে গেল।

মিলি— না দিদি, আমি সেজেগুজে সং সেজে দাঁড়াতে কিছুতেই পারব না।

লিলি— তুই আমাকে অবাক করলি মিলি, একটু সাজগোজ না করলে লোকের মনে ধরবে কেন ?

মিলি— ছি, ছি, কি ভালগার !

লিলি— ভালগার ? মেয়েদের ত কাজই হল ছেলেদের কোন রকমে ভুলিয়ে ভালিয়ে বিয়ে করে ফেলা, নইলে ছেলেরা কি সহজে বিয়ে করতে চায় ? দিন দিন তোর মতিগতি কি হচ্ছে মিলি ?

(ডেজির প্রবেশ, বয়স ৮১২ বৎসর, তারাপদ বন্দ্যোয়ার কন্ডা)
তুই আবার এখানে কেন ? ঝির সঙ্গে একটু পার্কে গেলেও ত পারিস।

ডেজি— বাবনা ত, জানো আমি দেখতে ছোট হলে কি হয়, সব বুঝি।
আবার একজন মেসোমশায় আসবে ত ?

লিলি— ওমা, ওকে আবার এসব কে বললে ! দেখ কাণ্ড !

ডোঙ— কে বলবে, আমি বুঝি জানি না । কত কতই ত মেসোমশাই আসে, মালীমা গান গায়.....

লিলি— (ধমক দিয়া) ডেজি ! (মিলি ডেজিকে নিজের কাছে টানিয়া লইল) যা মিলি, কাপড় ছেড়ে আর, আর সময় নেই ।

মিলি— সে আমি পারব না, নাহয় ডেজিকেই দেখাও । (তারাপদ বন্দোয়ার প্রবেশ)

তারাপদ—আরে একি ! (লিলিকে) মিলিকে কে না দেখতে আসবে বলছিলে ছটার সময় ? তা বন্দোবস্ত কৈ ? (মিলির দিকে চাহিয়া) কিছুই ত হয়নি দেখছি ।

লিলি— আমি ত বলে বলে হয়রাণ হয়ে গেলাম । না, তিনি সেজে-গুজে লোকের মন ভুলোতে পাববেন না, অশুক করতে লজ্জা করে, শয়ক করতে লজ্জা করে । ভালগার, আরও কত কি ! আবার বলছেন ডেজিকে দেখাও ।

তারাপদ—(হাততালি দিয়া) পারফেক্ট ! পারফেক্ট ! পাটটা বেশ করছ ত মিলি । যা যা হবার কথা, সবই হচ্ছে । সাজতে পারব না, লজ্জা করে । সব চেয়ে সুন্দর, ঐ ডেজিকে দেখাও । এইটুকুই আমি সবচেয়ে এ্যাপ্রিসিয়েট করলাম, (আবার হাততালি দিয়া) সুন্দর হচ্ছে ।

মিলি— (লজ্জিত হইয়া) যান জামাইবাবু ।

তারাপদ—আরে জামাইবাবু ত যাবেই । এম্মিট জামাইবাবু, এন্টার বর, তার জন্তই ত এত । ই্যা, দেখ লিলি, লোকটার পছন্দ হল কিনা, না বুঝে যেন গুজের খাবার খেতে দিও না । রিগেলি, লোকগুলি কি কনে দেখতেই আসে, না বিকেলের জল খাবারের সংস্থান করতে বার হয়, বোকা হুফর !

মিলি— আমার দিদি মরে যেতে ইচ্ছে করছে ।

লিলি— তোমার মরাই উচিত । তোকে লেখা পড়া শেখালাম, ইচ্ছে খুসী বাইরে ঘুরে বেড়াতে দিলাম, এমন কি ওনার অফিসে পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিলাম, নিজে একটা দেখেছিলেন নিবি বলে, তা মেয়ে কিছুই পারলেন না ।

মিলি— (ফ্যাকাশে হইয়া) কি অস্ত্র, তা ত এতদিন বলোনি ।

লিলি— পোড়া কপাল আমার । এ আবার বলে দিতে হবে নাকি ?

ডেজি— যা, এবার মাসীকে একটা অল-সেকশন ট্রামের টিকিট কিনে দিও, বর খুঁজতে । মণ্টুদা বলছিল ।

লিলি— ডেঁপো মেয়ে কোথাকার, বের হ শিগগির, বের হ (ঝাড় ধরিয়া ডেজিকে বাতির করিয়া দিল) (কেটকে টানিতে টানিতে মণ্টুর প্রবেশ)

মণ্টু— মিস্ মিলন মৈত্র ত? আপনি মিলন মৈত্রকে চান ত ?

কেট— (বই খুলিয়া ঠিকানা দেখিয়া) আজ্ঞে হ্যাঁ, মানে, আমার একটু বিশেষ দরকার ছিল ।

মণ্টু— আজ্ঞে, তা আর জানি না, আমরা সবাই জানি, পাড়াশুদ্ধ সবাই জানে (মিলিকে দেখাইয়া) ইনিই আমাদের মিলিদি, মিস্ মিলন মৈত্র ।

কেট— (স্বগত) পাড়াশুদ্ধ সবাই জানে, কি সাংঘাতিক, এখন ধরে মার না লাগায় । (মিলিকে দেখিয়া) এই সেরেছে, এত সেন্ন, এ যে সেই ! (মণ্টুকে) দেখুন, মানে কোথায় একটা কিছু ভুল হয়ে গেছে (একপা ছুপা করিয়া পিছাইতে লাগিল) ।

লিলি— (মিলিকে নিরঙ্করে) বললাম এত করে, একটু স্নেহভাজে আর, এখন ত-তোমার চেহারা দেখে এখন থেকেই পেছোচ্ছে, আরে এ যে চললই যার (আগাইয়া গিয়া মিটি হাসিয়া)

আমুন, আমুন, তল্ললোকের বাড়ী এসে কি না বসে চলে
যেতে আছে, আমুন। (প্রায় কেঁটের হাত ধরিতে গেল)।

কেট — (দ্বিধাজড়িত পদে চেয়ারে বসিয়া) দেখুন, কোথাও একটু কিছু
ভুল হয়ে গেছে।

লিলি — (মিলিকে) খুব লজ্জা লজ্জা করে থাকবি, বুঝলি, যেন আগে
কোনদিন পুরুষ মানুষের সঙ্গে কথাই বলিসনি এমন।
এটাই আর্ট। মাথাটা আর একটু নীচু, একটু মধুর লজ্জা
ভাব, হ্যাঁ ঠিক হয়েছে। (কেটকে) ভুল? কিছু ভুল হয়নি,
আমি সব শুধরে দেব দেখবেন।

কেট — (উঠিয়া পড়িয়া) না দেখুন, সত্যিই কিছু ভুল হয়েছে।

লিলি — (স্বগত) না, মোটেই বোধ হয় পছন্দ হচ্ছে না। (মিষ্টি হাসিয়া,
কেটকে) সে কি, বসুন, এখনই যাবেন কি? না হয় ভুলই
হয়েছে, তা বলে কি চলে যেতে হয়? আমাদের মিলি খুব
সুন্দর গান করতে পারে, শুনিয়ে দেত মিলি একটা গান।
মণ্টু হারমোনিয়মটা দিয়ে যাওত। (মণ্টু হারমোনিয়মটা
দিয়া চলিয়া গেল, মিলি পাশ ফিরিয়া গাহিল)

“কেন চোখের জলে ভিজিয়ে নিলেম না শুকনো ধুলো যত।

কে জানিত আসবে তুমি গো অনাহুতের মত।

তুমি পার হয়ে এসেছ মর,

নাইক সেখান ছারাতর,

পথের দুঃখ নিলেম তোমায় গো, ভাগ্যহত।

আমি তখন বসেছিলাম আপন ঘরের ছায়ে,

জানিমে যে কতই ব্যথা বাজবে পারে পারে।

সেই বেদনা আমার বুকে, বেজেছিল গোপন দুঃখে,

মর্মে আমার দাগ দিচ্ছে গো, গভীর হৃদয় ক্ষত।” (রবীন্দ্র নাথ)

কেট— (আবেগের সহিত) বেশ গান ত ?

লিলি— (স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া স্বগত) যাক, পথে এসেছে, ছেলেটা বড় লাজুক মনে হচ্ছে, এখন একটু একা কথা বলার সুযোগ দিয়ে পদ্মার কাঁক দিয়ে দেখি, আপনি আপনি কতটা এগোয়। (উচ্চ স্বরে) দেখি উনি আবার কোথায় গেলেন। (প্রস্থান)

কেট— (পকেট হটতে বইখানা বাহির করিয়া) এই যে আপনার বইখানা মিস্ মৈত্র, এ জন্ত.....

মিলি— (কেটের প্রতি সর্বপ্রথম দৃষ্টিপাত করিয়া) আমার বই, কি বলছেন আপনি ? (বলিতে বলিতেই চীৎকার করিয়া দরজার দিকে ধাবমান হইল, ঠিক এমন সময় তারাপদ এন্দোয়ার প্রবেশ) জামাইবাবু, জামাইবাবু, এয়ে সেই সাংঘাতিক লোকটা !

(ত্রস্তে ব্যস্তে লিলির প্রবেশ)

তারাপদ—(কেটের দিকে চাহিয়া) তাইত ! তাইত !

লিলি— কি, কি বলছ তোমরা ? মিলি, চোঁচাচ্ছিস কেন ?

তারাপদ—(ইসারার কেটকে দেখাইয়া) শুঁতোয়, বুঝছ, শুঁতোয়।

লিলি— ভয়লোকের ছেলে শুঁতোয় কি গো ! কি যে বল তোমরা ! আমি একটা একটা সত্ক জোগাড় করি আর তোমরা লাও ভেঙ্গে। মেয়েটার দেখছি বিয়ে হওয়া কপালে নেই ! তোমরা যাও ত, আমি দেখছি। (তারাপদ ও মিলির প্রস্থান। কথা জনান্তিকে হইলেও কেট বুকিতে পারিতে-ছিল কিছু বিশেষ একটা গুণগোল বাধিয়াছে। তার উপর তারাপদকে দেখিল। সে আন্তে আন্তে বাহিরের দরজার দিকে আগাইতেছিল, লিলি ভাড়াভাড়া গিয়া পথ

আটকাইল।) কি হয়েছে আমাকে খুলে বলুন ত। (কেউর হাত ধরিয়া বড় সোফাখানার নিজেস কাছে বসাইল)

কেউ— (আশ্চর্য হইয়া) আমি ত প্রথম থেকেই বলছি, কিছু ভুল হয়েছে।

লিলি— আপনাব নাম ?

কেউ— আজ্ঞে, আমার নাম ত্রীকেউখন চট্টরাজ।

লিলি— (অনেকক্ষণ কেউর দিকে তাকাইয়া থাকিয়া) কি করেন ?

কেউ— (দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত) কিছু করি না।

লিলি— (মিষ্টি হাসিয়া) আপনি ঝাড়ুয়েট ত ?

কেউ— আজ্ঞে, এম, এ-টাও ত পাশ করেছিলাম। (নিজেকে সামলাইয়া লইয়া) বড় ভুল করেছি। কিছু না করে যদি শুধু যোগ অঙ্ক কষতাম, বড় বড় যোগ অঙ্ক। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস)।

লিলি— (বইখানা কেউর হাত হইতে লইয়া) এ বইখানাব কথা কি বলছিলেন ?

কেউ— আজ্ঞে, আজকে সকাল বেলা যখন মিঃ তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাকরীর ভক্ত যাচ্ছিলাম, একজন ভক্তমহিলার হাত থেকে……মানে, কাছ থেকে……মানে, হাত থেকে বইখানা হঠাৎ আমার কাছে এসে যায়। বইখানা মালিককে ফেরৎ দেবার জন্তই এসেছিলাম। এই দেখুন মিস্ মিলন মৈত্রের ঠিকানা লেখা রয়েছে।

লিলি— আরে, এই বইখানা ত মিলি কতদিন আগে ওর এক বন্ধুর বোনকে দিয়েছিল।

কেউ— (উদ্ভ্রা পড়িয়া) তাঁর ঠিকানাটা ?

লিলি—(স্বগত) হ, ঠিকানা দিয়ে আপনাকে আমি হাতছাড়া করি !

সেই মেয়েটা একে ত জ্বন্দরী, তার ওপর যা চটপটে !
উঠঃ, (কেউকে) তাব জ্ঞান ব্যস্ত কি ? বইখানা নাহয় আমিই
পাঠিয়ে দেব। আপনি বসুন। কি বলছিলেন, মিঃ
বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে চাকরীর জ্ঞান গিয়েছিলেন ; তার কি হল ?

কেউ— আজ্ঞে, তাইত বলছিলাম, এক যোগ অঙ্ক। এত বড় যোগ
অঙ্ক জীবনে দেখিনি। পারলাম না, চাকরীটাও হল না।

লিলি— আপনি দেখছি একেবারে কিছুই জানেন না। অঙ্ক কষে,
দরখাস্ত করে চাকরী হয়েছে, কে কবে শুনেছে ?

কেউ— (খতমত থাইয়া) আমি ত তাই জানতাম।

লিলি— (জোরের সহিত) ভুল জানতেন। একদম ভুল জানতেন।
চাকরী হয় পেছনে লোক থাকলে, আত্মীয় হলে, আর দাম
দিতে পারলে, সব অফিসে খোঁজ করে দেখুন, কেমনীরা
কেউ বড় সাহেবের শালা, কেউ মেজো সাহেবের শালীর
বন্ধু, কেউ বড়বাবুর মেয়ের হবু-জামাই, এমনি। তবে
যদি উপযুক্ত দাম দিতে পারেন তা হলেও অবশ্য হতে
পারে।

কেউ— দাম, কত দাম ?

লিলি— (হাসিয়া) সে দাম নয়। এই, বিয়ে করবেন ?

কেউ— (লিলির দিকে অনেকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া গভীর ভাবে)
আপনার মত ভাল লোক আমি জীবনে দেখিনি,
আপনাকে.....

লিলি— (বাধা দিয়া) আরে আমাকে নয়, আমাকে নয়। দেখছেন না
আমার কপালে সিন্দুর রয়েছে, মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বামী।

কেউ— (ভীতভাবে চারিদিকে তাকাইয়া) কি সর্বনাশ, আমি বাই।
(উঠিয়া পড়িল)

লিলি— (হাত ধরিয়৷ কেঁটকে বসাইয়া) কিছু ভয় নেই, আমি কিছু মনে করিনি। এই যে মেয়েটা দেখলেন, এটি আমার বোন। এর কথাই বলছি।

কেট— তা হলে চাকরী করে দেবে কে ?

লিলি— চাকরী আমিই দেব। মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে যত লোক দেখেছেন সবাইকে আমি চাকরী দিয়েছি। দেখুন, বিয়ে করবেন আমার বোনকে ?

কেট— (কুদ্ধভাবে) আমাকে একটু ভাববার সময় দিন।

লিলি— তাত নিশ্চয়ই, আপনি বসে বসে ভাবুন, আমি একটু আসি।
(স্বগত) আর ভাববার উপকরণও পাঠিয়ে দিগে যাই।
(প্রস্থান)

(ডেজির প্রবেশ)

ডেজি— (লাফাইতে লাফাইতে কেঁটর কাছে গিয়া) মেশোমশাই, মেশোমশাই।

কেট— সে কি ! মেশোমশাই কি, আরে সে কি ?

ডেজি— তুমি মেশোমশাই নও ? মাসী তোমার বউ না ?

কেট— না। মানে, এখনও হয়নি।

ডেজি— না, তুমি মেশোমশাই !

কেট— (হাসিয়া ফেলিয়া, স্বগত) তা জীবনটার মধ্যে এমন একটা মুহূর্ত্ত নী মুহূর্ত্ত নী আশ্বাস হয়ে গেছে, কথাটা ভাবতে একেবারে মল্ল লাগছে না। (হঠাৎ শিহরিয়া উঠিয়া) কিন্তু বাবার কথা ত ভাবা হয়নি, ওরে বাবা, বাবা ? ওরে বাবা, বাবা ? ওরে বাবা। (ডেজিকে ধরিয়৷ অস্থিরপদে পায়েচাৰী করিতে লাগিল)।

(এমন সময় পিছন হইতে আপত্তিকারিণী মিলিকে ধাক্কা দিয়া ধরে চুকাইয়া লিলি দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। মিলি লজ্জিত মুখে পিছনে দাঁড়াইয়া কাপড়ের আঁচলটা আঙ্গুলে জড়াইতে লাগিল)।

ডেজি— এই ত মাসী (মিলিকে জড়াইয়া ধরিয়া) মাসী, ইনি আমার মেসোয়াশাই না ?

মিলি— (ডেজির মুখ চাপিয়া ধরিয়া) চুপ কর।

কেট— (মিলিকে দেখিয়া নিজকে সম্বৃত করিয়া) ওঃ। (তারপর ড্রইং-রুমের অপর প্রান্তে গিয়া বসিল)

(পাঁচ মিনিট সব চুপ চাপ, দরজা ঠেলিয়া লিলির প্রবেশ)

লিলি— (কেটের কাছে গিয়া হাসি হাসি মুখ করিয়া) কি কথা হল দুজনে ? (কেট অসম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল এবং পিছন চাইতে ডেজিকে লইয়া মিলির প্রস্থান) কিছু কথা হয় নি ? (স্বগত) নাঃ মিলিটাকে দিয়ে কিছু হবে না। যা করবার আমারই করতে হবে। (কেটকে, মিষ্টি হাসিয়া) ভাবলেন ?

কেট— মানে, বাবা.....

(পিছন হইতে জানালায় শব্দ হইতে লিলি উঠিয়া গেল। জানালায় তারাপদ প্রব্রুতক ইসারা করিল।)

লিলি— (ভারাপদকে, জনান্তিকে) হ্যাঁ. খাবার আনতে দেওয়া যেতে পারে। (কেটের কাছে আসিয়া) বাবার কথা কি বলছিলেন ? তাঁর আপত্তি হতে পারে ? সে তার আয়ার ওপর।

কেট— (বিস্ময়ভাবে মাথা নাড়িয়া) বাবাকে আপনি চেনেন না।

লিলি— ছেলেকে ত চিনি, তাহলেই হবে। ছেলের কি মত ? (কেট চুপ করিয়া রহিল) আচ্ছা ও কথা থাক, আপনার কত টাকা মাইনের চাকুরী হলে খুশী হন।

কেট— কি বলি বলুন ? প্রথম বছর যখন দরখাস্ত দিতাম, তখন দেখতাম, এম, এ ২০, বি এ ৬০, আই, এ ৪০, আব ম্যাট্রিক ৩০ টাকা। দ্বিতীয় বছর দেখলাম এম, এ ৫০, বি, এ ৪০, আই, এ, ৩০, ম্যাট্রিক ২০। এ বছর ত দেখছি এম, এব দর ৩০ টাকা মাত্র। কিছু আশা কবতে সাহস হয় না।

লিলি— লোকে কত ত করনা কবে। আপনিও একটা নাহব করনা কবলেন। আব আমিও আপনাব বন্ধু বলতে দোষ কি ?

কেট— ১০০ টাকা।

লিলি— (স্বগত) হায়রে ভগবান ! এদেব উচ্চতম আকাঙ্ক্ষা ১০০ টাকা। (কেটকে) ১০০ টাকাব বেশী হলে ত আপনার আপত্তি নেই ?

কেট— কিছু না, কিছু না।

লিলি— আচ্ছা, বসুন তা হলে, আমি মিলিকে দিবে এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটাওটা টাইপ করাই।

(প্রস্থান)

(ডেজিব প্রবেশ)

ডেজি— মাসী গান করেছিল 'কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না' ?

কেট— গেয়েছিল, তুমি শোননি ?

ডেজি— না আমি শুনতে চাই না, ওত আমি রোজই শুনি। মাসী ছোটো ছাড়া আর গান জানে না। আসবার গান আর যাবার গান, বুঝলে ?

কেট— (স্বগত) আসবার গান আর যাবার গান, আসবার গান আর যাবার গান, না : কিছু বুঝি না ত !

ডেজি— যাই। মা আপনাব কাছে আসতে বাবণ করেছে কি না।

(প্রস্থান)

(একখ'নাটাঠপ কব' কাগজ হাতে লিলিব প্রবেশ)

লিলি— (ক'গজখ'না কেইব হাতে দিয়া) নিন, পড়ে দেখুন।

কেট— (পড়িতে লাগিল) আই টেক মার্চ প্লেজার ইন এপয়েন্টিং
শ্রীকেটধন চট্টরাজ মাই এ্যাসিটান্ট ম্যানেজার অন এ
মহুলি স্যালাবি অব কপিস ওয়ান হানড্রেড এণ্ড সেভেটি
ফাইভ (ষামিয়া) ১৭৫৮ টাকা মাইনেতে, বলেন কি। মি:
বন্দ্যো আমাকে ৩০৮ টাকা মাইনেতে নিতে চাইলেন না,
অ'পনি তাঁকে ১৭৫৮ টাকা দিতে বাজী কবাতে পাববেন?

লিলি— পারি কি না পারি, নিজেব চোখেই দেখবেন।

কেট— কিছু আমি ত যোগ অ'র পারব না।

লিলি— কি বোকা ছেলে আপনি। এ্যাসিটান্ট ম্যানেজার হলে কি
কি আব কিছু কাজ করতে হয়?

কেট— তবে?

লিলি— চোখ বুজে খালি আমাব বোনের কথ' তাববেন আর সই
করবেন। বাস্। দেখি এখন কাগজটা সই করাই।
ডেজি, ও ডেজি, (দরজার ফাঁকে ডেজির মুখ দেখা গেল)
বাবাকে পাঠিয়ে দে এখানে। (অবিলম্বে মি: বন্দ্যোব
প্রবেশ) নাও কাগজখানা সই কব (মি: বন্দ্যো, কাগজখানা
পড়িতে চেষ্টা কবিলেন, লিলি বাধা দিল) আবার পড়ছ কি?
অ'কিসে কি সব কাগজ পড়ে সই কর নাকি? (ভারাপদ
কোন রকমে কাগজখানা পড়িয়া ফেলিলেন)।

ভারাপদ—কিন্তু লোক যে নিরে ফেলেছি।

লিলি— (চোখ মুছিতে শুরু করিয়া) তুমি যে আমাকে ভালবাস না সে ত আমি জানিই।

তারাপদ—আরে কর কি. কর কি ! কাছে একজন বাইরের লোক বসে রয়েছে। (লিলির চোখ মোছা থামিল না) আরে সই ৩ করবই, এই করছি ! এই.....(পকেট হইতে ফাউনটেন পেন বাহির করিল) তবে কি জান ১৭৫ টাকা মাইনেটা বড্ড বেশী হয়ে যায়।

লিলি— (ক্রন্দনের স্বরে) তাত হবেই, আমার বোনের স্বামী কি না।
(তারাপদ তাড়াতাড়ি কাগজটা সই করিয় ফেলিলেন)

তারাপদ—কাজটা ঠিক চল কি না.....

লিলি— টাকা ত আর তোমার পকেট থেকে যাচ্ছে না। এইটুকুই যদি না পারলে তবে কোম্পানীর ম্যানেজার হয়েছে কেন ? (মাথা নাড়িতে নাড়িতে তারাপদের প্রস্থান) (কেষ্টর নিকট গিয়া) এই দেখুন আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। এখন বলুন আমার বোনকে বিয়ে করবেন কি না ? (কেষ্ট নিয়োগ পত্রখানাব দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল)। আপনি রাজী নন ? তাহলে ছিঁড়ে ফেলি কাগজখানা। (ছিঁড়িবার উপক্রম)

কেষ্ট— (বাধা দিয়া) হাঁ, হাঁ, করেন কি, করেন কি ?

লিলি— তা হলে রাজী ? (কেষ্ট মাথা নত করিয়া চুপ করিয়া রহিল)
নাঃ ছিঁড়েই ফেলি। (আবার ছিঁড়িবার উপক্রম)

কেষ্ট— (আবার বাধা দিয়া) করেন কি, করেন কি !

লিলি— বারে ! এও নয় ও-ও নয়, আপনি কি চান বলুন ত ?
(পাশে বসিল)

কেষ্ট— বাড়ীতে গিয়ে বাপ মার হতটা.....

লিলি— ' (স্বগত) না, সে রিক্স নিতে আমি রাজী নই '(কেষ্টকে মিষ্টি হাসিয়া) সেটা মন্দ বলেন নি, তবে তত্নলোকের বাড়ীতে এসেছেন, একটু মিষ্টি মুখ করে যান।

(যাইতে যাইতে স্বগত) শুধু চাকরীতে হবে না, বিংশ শতাব্দীর ছেলে কি না, প্রেম চাই, প্রেম। বেশ তাও আসছে। (প্রস্থান)

(কিছুক্ষণ পরে খাবারের থালা হাতে মিলির ও জলের গ্লাস হাতে লিলির পুনঃ প্রবেশ এবং পিছনে আসিল হাত পাখা হাতে ডেজি। টিপয় টানিয়া খাবার দেওয়া হইল এবং ডেজি পিছন হইতে বাতাস করিতে লাগিল)।

লিলি— (হাত ধরিয়া খাবার কেষ্টর হাতে দিয়া) চট করে লক্ষ্মী ছেলেটির মতন খেয়ে ফেলুন। আপনার আবার এখনি বাসায় ফিরতে হবে ত ? মিলি ততক্ষণ একটা গান শুনিয়ে দে, সে বেশ হবে খেতে খেতে। (মিলি গান আরম্ভ করিল...

“কেন পাস্ব এ চঞ্চলতা,

কোন শূন্ত হতে এলো কার বারতা।

নয়ন কিসের প্রতীক্ষা রত,

বিলায় বিবাদে উদ্ভাস মত।

ঘন কুন্তল ভার ললাটে নত,

ক্লাস্ত তড়িত বধু তন্ত্রাগতা।

কেশরকীর্ণ কদম্ব বনে

মর্জরি মুখরিল মুহু পবনে ;

বর্ষণ হর্ষ তর। ধরণী

বিয়হ বিশঙ্কিত করুণ কথা।

ধৈর্য্য মান, ওগো ধৈর্য্য মান,
ববমালা গলে তব হয়নি স্নান,

ফুল গন্ধ নিবেদন বেদন সুলভ

মালতী তব চরণে প্রণত।” (ববীজনাথ)

লিলি— (গান শেষ হইলে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ।) আপনি মনস্থির কবতে পারছেন না, ওদিকে মিলি ত প্রতিজ্ঞা আপনাকে ছাড়া আব কাউকে বিয়েই করবে না। (মিলি অবাক হইয়া দিদিব দিকে তাকাইতে লিলি চোখ ইশারা করিল) মিলি আপনাকে ভালবেসে ফেলেছে কি না।

কেট— সে কি ! কখন ?

লিলি— এসব যে কখন হয় সে কি কেউ বলতে পারে ! তবে কি জানেন, আপনার আর ওর যেমন রোমান্টিক সিটুয়েশনের মধ্য দিয়ে পরিচয়, তাতে ওটা না হলেই আশ্চর্য্য হতাম। রোমান্স থেকেই প্রেমের জন্ম, জানেন ত ?

কেট— (শিহরিত হইয়া) রোমান্স ?

লিলি— নয়াত কি ? ভেবে দেখুন মিলির সঙ্গে দেখা হবার আগেই আপনার হাতে ওর একখানা বই এসে রোমান্সের সূচনা হল। তারপর ধরুন ছুটু মি করে আপনি ওর টাইপ কাগজ নষ্ট করে দিলেন। আপনি ভাবলেন ঝগড়া করে দূরে সরে পড়বেন, এসে পড়লেন একেবারে ওর ঘরের দরজায়। এর পরেও যদি মিলি মনে করে এর পেছনে একটা ভবিষ্যৎ রয়েছে তা হলে কি ওর দোষ হবে ?

কেট— (মাথা নিচু করিয়া) আমি বাই ডিজেস করে আসি মা বাবাকে।

লিলি— (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) তবে কি আপনি ওর গানের ইঙ্গিত বোঝেন নি ?

কেট— গানের ইঙ্গিত,—কেন পাছ এ চঞ্চলতা ! (হঠাৎ ডেজির দিকে চাহিয়া) তবে যে সুনলাম উনি মাত্র ছোটো গানই জানেন ?

লিলি— (স্বগতঃ) এত করে ঝাউওটা প্রিপেয়ার করছিলাম, দিলে সব মাটি করে. (কেটকে) ডেজি বলেছে ত ? অস্থির হলাম ওব ফৌপয় দালালীতে, (ডেজিকে ঘাড় ধরিয়া) বেবো শিগগিরই পোডারমুখী. বের হ (বাহির করিয়া দিয়া কেটের নিকট আসিল) সি ইজ জেলাস অব হার আন্টি, তাই তাংচি দিচ্ছে, বুঝছেন ? (হাসিতে লাগিল)

কেট— (হাসিতে হাসিতে উঠিয়া পাড়াইয়া) আমি চট করে যুরে আসি বাড়ী থেকে ।

লিলি— (অতি মাত্রায় গম্ভীর হইয়া) ব্যাপারটা একটু তলিয়ে ভেবে দেখুন কেটখন বাবু আপনি বাড়ী গেলেন. মতামত জিজ্ঞেস করলেন । বাপ মার মত হল না, তখন আমার বোনের আত্মহত্যা ছাড়া আর উপায় থাকবে না ।

কেট— আত্মহত্যা !

লিলি— (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) মিলি ত সেরকমই বলছিল । কেন কত কুমারী মেয়ে যাকে বিয়ে করতে চায় তাকে বিয়ে করতে না পেয়ে গলায় দড়ি দিয়েছে, জলে ডুবে মরেছে, ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়েছে, কাপড়ে কেরোসিন ঢেলে মরেছে, আপনি শোনেননি কখনও ? (কেট দৃষ্টটা কল্পনা করিয়া শিহরিয়া উঠিল) কি মিঠুর আপনি !

কেট— (অসহায় ভাবে) আমি কি করব ?

লিলি— হ্যাঁ বলুন।

কেষ্ট— (আমতা আমতা করিয়া) আমি.....আমি—

লিলি— (কাছে গিয়া হাত ধরিয়া) হ্যাঁ বলুন।

কেষ্ট— যখন এরকম জীবন যরণ সমস্তা.....

লিলি— (ঘাড় নাড়িয়া) হ্যাঁ বলুন।

কেষ্ট— হ্যাঁ।

(লিলির মুহূর্ত্তে মিলির হাত টানিয়া লইয়া কেষ্টর হাতে স্থাপন করিয়া উল্লেখনি দিল। ব্যস্ত চইয়া তাবাপন্নর প্রবেশ)

তারাপন্ন—বালীগঞ্জের সেই ছেলেটা এসেছে।

লিলি— বলে দাও, হি হাজ মিস্‌ড দি বাস।

(যবনিকা)

শেষ দৃশ্য

(কেষ্টর শয়নকক্ষ। বাণী অস্থির পদে পায়েচাৰী কৰিতেছে। ৰাম বাহিবেৰ দরজাৰ এক কোণে বসিয়া কিম্বাইতেছে)

বাণী— নাঃ দাদাৰ হ'ল কি? চিৰকাল আটটোৰ আগে বাঙী কৰে, আজ দশটা হয়ে গেল তবু আসেনা। মা অজ্ঞানেন মত হয়ে রয়েছেন, বাবার ব্লাড প্রেসার বেড়ে গিয়ে চোঁচামেচি কৰছেন। একবার মা বলছেন দেখে আর এসেছে কিনা, একবার বাবা বলছেন, দেখে আর এসেছে কিনা, (পাইচাৰী কৰিতে লাগিল, পিছন হইতে পা টিপিয়া টিপিয়া কেষ্টর এবেশ। তাহাকে দেখা মাত্র ৰাম তড়াক কৰিয়া উঠিয়া ভিত্তর বাঙীতে ছুটিল। বাহিৰেৰ দরজা খোলা রহিল।)

কেষ্ট— (রহস্তেৰ জ্বরে ফিস ফিস কৰিয়া) বাণী!

বাণী— (দাদাকে দেখিয়া) বাঃ রে! তুমি ত বেশ লোক.....(কেষ্টর মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িতে) তোমার কি অসুখ করেছে দাদা?

কেষ্ট— সাংঘাতিক একটা কাজ করে এসেছি, এখন বাবা মার কাছে মুখ দেখাব যে কেমন করে।

বাণী— (ভীত হইয়া) কি করেছে?

কেষ্ট— বিয়ে করে এসেছি।

বাণী— (মাটিতে বসিয়া পড়িয়া) কি করে এসেছ?

কেষ্ট— বিয়ে করে এসেছি (পকেট হইতে একখানা ভাঁজ করা কাগজ বাহির কৰিয়া বাণীৰ দিকে ছুঁড়িয়া দিল)।

বাণী— (কাগজখানা খুলিয়া দেখিয়া) তাইত! মিলন মৈত্র, ব্রাহ্মণ

তবু বাঁচালেই বাবা। রেজেষ্ট্রী করা বিয়েতে যে পনের দিনের নোটিশ লাগে শুনেছিলাম ?

কেট— নোটিশ যে পেছনের তারিখে দেখা যায় তাত শুনিশনি ?

রাণী— না। কিন্তু পেছনের তারিখে নোটিশ দিয়ে, কাউকে কিছু না জানিয়ে, তোমার মত ছেলে একেবারে একটা বিয়ে করে ফেলে, সব কথা খুলে বলত দাদা।

কেট— খুলে বলতে গেলে সে অনেক কথা। ঠিক একটা বায়োঙ্কো-পের মত—সে আসনার গান, যাবার গান, প্রেম, আশ্রহত্যা, বিয়ে, সব দুখটার মধ্যে শেষ। তাকে সব বলব, তুই আগে আমাকে বাঁচা রাণী।

রাণী— ব্যাপার খুবই গুরুতর। তাছাড়া এরকম বেকার অবস্থায়— (টলিতে টলিতে ও চোখ মুছিতে মুছিতে মায়ের প্রবেশ, পিছনে পাখা করিতে করিতে মায়ের।) মা হাত দিয়া এটা ওটা অবলম্বন করিয়া অবশেষে খাটের উপর বসিলেন। (নেপথ্যে মনুষ্য কণ্ঠের গর্জন শুনা গেল)

মা— (তখনও অল্প অল্প হাঁপাইতেছেন) যা ত মা রাণী, উনি আবার নীচে না নেমে আসেন। বলগে আমরা একুশি সবাই ওপরে যাজ্জি। (রাণীর কেটের প্রতি ‘এবার নিজের ঠেলা নিজে সামলাও’ দৃষ্টি নিক্ষেপ ও প্রস্থান।)

রাম— ও দা’বাবু, আমরা এমনি ভয় পেরেছিলাম ! (বাহিরের দরজাটা বন্ধ করিতে যাইতেছে এমন ভঙ্গী করিয়া আগাইয়া গেল এবং দরজার পাট দুইটা দুই হাতে আধবন্ধ অবস্থায় ধরিয়া গলাটা রাস্তার দিকে বাহির করিয়া উঠেঃঃঃঃ) হাট, হাট, হাট !

কেট— (সম্ভ্রমপদে দরজার দিকে আগাইয়া, অশেষ বিরক্তির সহিত)

আবার হ্যাট হ্যাট করছিল কি ? দরজা বন্ধ করবি ত বন্ধ করে চলে আয়না তাড়াতাড়ি।

রাম— সেই কালো গরুটা আবার বারানায় উঠে বসে আছে। ময়লা করবে তাই তাড়াজি। হ্যাট, হ্যাট,.....

কেট— (বিশেষ রাগের সহিত) ঐ কালো গরু টকু তোর তাড়াতে হবে না, বুঝলি ? (বামকে ভিতরে টানিয়া আনিয়া দরজাটা সবেগে বন্ধ করিয়া দিল) তুই এখন যা, গরু টকু তাড়াতে হয় আমি তাড়াব।

রাম— আপনি গরু তাড়াবে ত আমি আছি কেন ? (দরজার খিলটা চট করিয়া খুলিয়া ফেলিল)

কেট— (দরজার খিলটা পুনরায় বন্ধ করিয়া, রামকে দরজা হইতে দূরে সরাইয়া আনিয়া) না.না, না, তোকে গরু তাড়াতে হবে না ; তুই যা। (রাম আর একটু সরিয়া আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রছিল)। (মাকে হঠাৎ প্রণাম করিয়া) মা, আজকে সকালে চাকরীর খোঁজে যখন বেরুছিলাম তখন কি বলেছিলে মনে আছে ? (মা ভাবিতে লাগিলেন। রাম পুনরায় কেটের পিছন দিয়া আস্তে আস্তে দরজার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, তাহা দেখিয়া কেট রাগে কাটিয়া পড়িল) আবার তুই দরজার দিকে যাচ্ছিল ?

রাম— (দুঃখ স্বরে) থুথু ফেলব নি ?

কেট— থুথু ফেলবি ত উঠনে ফেলতে পারিস না। দরজাটা খুললে আমার কেমন শীত শীত করে।

রাম— চৈত্রী মাসের দিনে শীত কি গো দা'বাবু, উঠনে থুথু ফেললে দি'মনি বকে, তাই। (পুনরায় বাহিরের দরজার দিকে এক পা অগ্রসর হইল)।

কেট— উঠেনে নর্দমা নেই বুঝি ? সেখানে ফেলগে যা (হাত দিয়া ভিতর বাড়ীর দরজা দেখাইয়া দিল ।) কি আবার দাঁড়িয়ে রইলি যে, ফেলনা গিয়ে (আবার ভিতরের দরজার দিকে ইঙ্গিত করিল । রাম অনিচ্ছাপূর্বে ভিতরে গেল এবং চক্ষের নিমেষে ফিরিয়া আসিল । রাণীর প্রবেশ ।)

রাণী— তোমরা তাড়াতাড়ি ওপরে চল, আমি বাবাকে আর সামলাতে পারছি না ।

কেট— (রাণীকে) আহা, খাম, খাম, আমাকে আর পাঁচ মিনিট সময় দে । (মাকে, হাসি হাসি মুখ করিয়া) মনে পড়েছে ?

মা— সকালে ? যাবার সময় ? কি বলেছিলাম ? হুর্গা, হুর্গা, হুর্গা বলেছিলাম ।

কেট— না, না, তারও আগে ।

মা— (তাবিয়া) অন্তগুলি চাকরী ন: মিটে বলেছিলাম ।

কেট— না, তারও আগে ।

মা— তারও আগে.....(চিন্তিতভাবে চুপ করিয়া রহিলেন)

রাণী— (সাহায্যের সুরে) সব সময় যেমন বল তেমনি দাদার তাড়া-তাড়ি একটা বিয়ে করার কথা বলনি ত ?

মা— (সহান্যে) ই্যা বাবা, ই্যা, তা কেট যেমন রেগে যান্ন, আমার মনের ইচ্ছে কি আর বলতে ভরসা পাই ?

রাণী— মা, দাদা বলেছে, এবার মা বিয়ের কথা বললে আমি আর একটুও রাগ করব না ।

কেট— জান মা, আমি একশ পচাত্তর টাকা মাইনের একটা চাকরী পেয়েছি, আবার একশ তিরিশ টাকা মাইনের বউ পেয়েছি ।

মা— কার বউ ?

কেট— আমাদের, মানে তোমার ।

- মা— (বিস্মিত নেত্রে এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিলেন) আমার বউ ? কি বলছিস্ বাবা কেউ, কই ?
- কেউ— (তড়াক কবিতা দরজাটা খুলিয়া বাহির হইতে হাত ধরিয়া লাল বেনারসী পরিহিতা অবাঙালীতামিলিকে লইয়া আসিল) (মিলিকে) মা, প্রণাম করো । (মিলি প্রণাম করিল)
- রাণী— (মিলির ঘোমটাটা টান দিয়া তুলিয়া ফেলিল) দেখি, দেখি, কেমন বউ আনল দাদা ব্লাক-মার্কেট থেকে ? (দেখিয়া) চোখ নাক ত ঠিক জায়গাতেই বসান আছে দেখছি । দাদা তোমাকে এতক্ষণ বাইরে বসিয়ে রেখেছে, ছি, ছি ।
- রাম— (ভাড়াভাড়ি মিলিকে প্রণাম করিয়া) আর আমি বৌদিমনিকে গরু ভেবে,.....ছি, ছি, ক্ষেমা করবেন বৌদিমনি । তাই দা'বাবু বলেন গরু তাড়াতে হবেনি, বলেন শীত শীত করছে, কেন আমাকে বললে কি হত ? আমি কি পর ? (হাত জোড় করিয়া আরও কাতর ভাবে) আপনার ঐ লাল শাড়ীটা অন্ধকারে কালো দেখাল, আমি ভেবেছিলাম কালো গরুটা, ছি, ছি, (পুনরায় হাত জোড় করিল) বুড়া হয়েছি, ভাল দেখতে পাইনে বৌদিমনি, ক্ষেমা কর ।
- কেউ— (রামের কানের কাছে মুখ লইয়া, জনান্তিকে) গরু ভেবেছিলাম বেশ করেছিস্, ওরাও আমাকে গরু ভেবেছিল ।
- রাম— কি বলো দা'বাবু বুঝলুমনি ।
- মা— (হতাশ ভাবে) আমিও যে কিছুই বুঝতে পারছি না বাবা ।
- রাম— (একটু ভাবিয়া) দা'বাবু বোধ হয় সেই গল্পটির কথা বলছেন । এক চাবার গরু হারিয়েছিল । সেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খুঁজে খুঁজে হাররাণ । বাড়ী এসে ছেলেকে বলল, এক বাটী জল দেও তাই । বউ শুনে বললে,—কথার ছিঁরি

দেখ, ছেলেকে বলছে ভাই ! চামা বললে, গরু হারালে
অমন হয় গো মা ! দেখুন, হায়রাণ হয়ে বুদ্ধিটা এমনি ঘুলিয়ে
গেল, বউকেই মা ডেকে বসলে, তা দাঁদাবু.....

কেট— (মাকে নীরব দেখিয়া মনে করিয়াছিল, আর কোন প্রশ্ন মায়ের
তরফ হইতে উঠিবে না, তাই মার কথায় প্রথমে একটু
ষাবড়াইল, তারপর রামকে বাধা দিয়া (খোসামুন্নির সুরে)
কি বুঝতে পারছ না মা ?

মা— একশ পচাসত্তর টাকা থেকে একশ ত্রিশ টাকা বাদ দিলে কত
থাকবে বাবা ? কত মেয়ে নিয়ে সাধাসাধি করছে এমনি,
তুই আবার মাইনে করা বউ কেন খুঁজে আনলি ?

রাণী— (হিসাবে ব্যস্ত ছিল, পরের কথাটা প্রথমে খেয়াল হয় নাই)
একশ পচাসত্তর থেকে একশ ত্রিশ বাদ দিলে থাকে পয়তাল্লিশ
(শেষে পরের কথাগুলি মনে হইতে নিজেকে সামলাইয়া লইল)
ওঃ ।

কেট— (আশ্চর্য করার সুরে) বাদ হবে না মা, তেমনি একশ ত্রিশ
টাকা ও তোমাকে দেবে। (মিলির দিকে ভরসার জ্ঞ
তাকাইল, মিলি আগাগোড়াই মাটির দিকে তাকাইয়া, কিছু
বলিল না) ।

মা— কত হল তাহলে ?

বাণী— তিনশ পাঁচ টাকা ।

মা— তাহলে বাবা একেবারে মন্দ নয় । (হঠাৎ মাতৃহৃদের অভিমাণ
জাগিয়া গিল) তা বাবা বিয়ের ব্যাপারটা ত আমি কিছুই
বুঝে উঠতে পারছি না । তুই যখন সেই আঁতুরে সেই তখন
থেকে এই ছাকিশ বছর আমি যে তোর বিয়ের স্বপ্ন দেখছি
বাবা ! কত ঢাক ঢোল সানাই বাজবে, এক ক্রোশ ধরে

অধিবাসের তত্ত্ব যাবে, আমি নিজেব হাতে তোর মাথার টোপের পবিয়ে দেব। এসব কে করলে বাবা, কখন করলে, আমি যে কিছুই জানলাম না। (কেট সাহায্যের জন্ত করণ নয়নে রাণীব দিকে তাকাইতে রাণী আগাইয়া আসিল)

রাণী— এ সেবকম বিয়ে নয় মা ; আমি বলছি।

কেট— আমি চট্ট কবে একবার বাবাকে দেখা দিবে আসি মা, ডাকছেন মনে হচ্ছে। (প্রস্থান)

বাণী— এ হল কাগজে লিখে বিয়ে এই,—এই দেখ কাগজ (খাট হইতে কেটের দেওয়া রেজিষ্ট্রেশন কাগজটি তুলিয়া দেখাইল)।

মা— (কাগজটির প্রতি অশ্রদ্ধাভরে তাকাইয়া) এখন বুঝি পুরুতের কাজ কেরাণীরা করে ? (মিলিকে) তা কেবাণীটি বামুন ছিল ত মা ?

বাণী— তুমি কিছু বুঝছনা মা, এটা বামুন পুরুত, ঢাক-ঢোল, এসব কিছুর ব্যাপারই নয়, এ হল আজকালকার বিয়ে।

মা— (হঠাৎ যেন সব কিছু বুঝতে পারিয়া) তুমি রিক্সার এসেছ ? (মিলি সম্মতিসূচক মাথা নাড়িল) তাহলে ত আমার বড় পিসিমা ঠিকই বলেছিলেন, কলিকালে আব বিয়ে টিয়ের দবকার হবেনা, মেয়েরা যখন খুশি বিছানা-পত্বর জিনিষ টিনিব নিয়ে নিজেবা রিক্সা ডেকে একেবারে বরের ঘরে গিয়ে উঠবে। তখন ত বুঝতে পারিনি মা এটা আমার ঘরে হবে, তাই খুব হেসেছিলুম। আজকে আমার কান্না পাচ্ছে। (চোখ মুছিলেন) তোমার মা বাবা যদি আমাকে একবার জানাতেন, তাঁদের কিছু করতে হত না, খরচ পত্বর আমিই সব করতাম, পুরুত ডাকতাম, কেটকে সাজাতাম, স্বাবার সময় কেট আমার পায়ের ধুলো নিয়ে বলত, মা আমি তোমার দাসী আনতে

যাচ্ছি, অল্পমতি দাও। তখন তোমার মা বাবা না হয় একবার.....

মিলি— (অক্ষুট স্বরে) আমার মা বাবা অনেক দিন চল মারা গেছেন।

রাণী— মা, বৌদি বলছে তার মা বাবা নাকি অনেক দিন হয় মারা গেছেন।

মা— (না দমিয়া) তোমরা নিজেরাও ত আমার সঙ্গে একবার পরামর্শ করতে পারতে। তুগিও ত একবার আমাকে জানানতে পারতে। না আজকাল বৌয়েরা শুধু বরকেই চেনে, শান্তুড়ী টাণ্ডুড়ী কেউ নয়!

মিলি— (কাঁদ কাঁদ হইয়া, বড় গলায়) এর মধ্যে আমাকে কেন জড়াচ্ছেন?

মা— (মাথায় হাত দিয়া)

রাণী— (চক্ষু বধাসম্ভব বড় করিয়া) } সম্বন্ধে } অ্যা!

রাম— (আগাইয়া আসিয়া)

মিলি— (কথা বলিতে বলিতেই এই কাজগুলি করিয়া চলিল, প্রথমে বাহিরের দরজার দিকে মুখ করিল, পায়ের স্কাপোল-সু জোড়া খুলিয়া দরজার একপাশে রাখিল। কাঁধ হইতে ভ্যানিটি ব্যাগ নামাইল, হাতের কগাছা চুড়ি ও গলার হার ভ্যানিটি ব্যাগে রাখিল) দিদির স্বস্তুর বাড়ীতে আমাকে কেউ চায়না, দিদি আমার জন্ত বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, এদিকে চাকরীর জন্ত খুব চেষ্টা করছিলেন দেখে দিদির মাথায় বুদ্ধি এল, চাকরী আর আমার একটা গতি, দুটোকে এক করতে। রেজেক্ট্রী হল, আবার দিদির স্বস্তুর-বাড়ীতে ফিরে যেতে দিদির শান্তুড়ী বললেন, না এবাড়ীতে আর ঢুকতে পাবে না, বতদিন আশ্রয় ছিল না ততদিন থেকেই এখন আর

নয়। আমাব পা কাঁপছিল তাই রিক্সা হল। (রাগীর দিকে
জ্বৎ ফিরিয়া) আসতে গঙ্গার তীর ধরে এলাম, সেটা এবাড়ী
থেকে বেবিয়ে ডান দিকে না বা দিকে ?

বাণী— বা দিকে।

মিলি— (মাথাটা একবার বা দিকে হেলাইয়া দিকটা ঠিক করিয়া
লইল, তারপর) দেখুন পরের বাড়ী থাকার বড় বিপদ,
সেখানে মরাও যায় না, বিয়ে নাহলেও নিজের প্রাণ নিজে
নেয়া যায় না, লোকে ভাববে বিয়ে না হওয়ার দুঃখেই বুঝি
মরেছে, কিন্তু সধবার মড়া দেখলেও নাকি পুণ্য হয়।

মা— আহা ! (বৃদ্ধকর কপালে ঠেকাইলেন)

মিলি— আমি অনেক আগেই চলে যেতাম। (ব্যথ্যার স্বরে) দেখুন,
সেই বেলা ন'টার সময় খেয়ে দেয়ে বেরিয়েছি, বাসে আগা-
গোড়া দাঁড়িয়ে। অফিসেও অনেক হাজিমা গেছে আজকে।
ফিরে এসে আবার গঙগোল। তারপর রেজেন্টার ব্যাপার
নিয়েও অনেক ঘুরতে হয়েছে, কেউ পেছনে তারিখ দিয়ে
নোটিশ দিতে রাজী হন না। এখানে রিক্সা থেকে নেমে
দেখি তখনও পা কাঁপছে। তাবলাম এক মিনিট বসি,
তারপর যাব। গঙ্গার হাওয়ার কখন ঘুমিয়ে পড়েছি,
জানতেও পারিনি।

রাধ— আমি—

মিলি— হ্যা, হ্যাঁ হ্যাঁ করাতে একটু ভেগেছিলাম, তারপর আবার
ঘুমিয়ে পড়েছি। প্রাণ ঘুমন্ত অবস্থাতেই আমাকে ঘরে
নিরে আসা হয়েছে, ঘোমটাটা ছিল তাই কেউ দেখতে
পাননি। (বুঝ ফিরাইয়া মাথা নীচু করিয়াই কেউর খাটের
মিকটে গিয়া ভ্যানিটি ব্যাগটা ভোশকের নীচে রাখির

মাকে আবার প্রণাম করিল) আপনি আপনার ছেলেকে খুব ভালবালেন। (তারপর ধীরে ধীরে দরজার দিকে অগ্রসর হইতে থাকিল)

মা— (চমকাইয়া) অ্যা ! দেখবে তুমিও তোমার ছেলেকে এমন ভালবাসবে, এমন কোলের বয়স থেকে তার বিয়ের স্বপ্ন দেখবে।

মিলি— (ধমকিয়া দাঁড়াইয়া, প্রায় অর্ধেক ফিরিয়া আবার ধমকিল) স্বপ্ন দেখবে সে—যাকে আপনি নিজে বরণ করে ঘবে আনবেন। (এবার আবার সম্পূর্ণ ফিরিয়া দরজার দিকে দৃঢ় পদে গেল এবং খিলটা খুলিয়া ফেলিল)।

রাম— (দৌড়াইয়া গিয়া খিলটা পুনরায় তুলিয়া দিয়া, দরজা আগলাইয়া) করেন কি বৌদিমনি, জানেন না আজকের রাত্রে এ দরজাটা খোলা একদম বারণ !

মা— একি মা, তুমি কোথায় যাও ? কেট, ও কেট, শিগগির আয় !

রাণী— (ভিতরের দরজার নিকট গিয়া) দাদা, দাদা, শিগগির এসো !

মিলি— (রামকে জোড়হাত করিয়া আচ্ছন্নের মত) আমাকে একটু খানি কেবল ছেড়ে দাও। পৃথিবীর লোকের হাসির পাত্র হয়ে আমি আর একদিনও বাঁচতে চাই না।

মা— কই ? (চারিদিকে চাহিয়া) কেউ ত হাসছে না !

মিলি— হাসে, হাসে, আপনি জানেন না ; ডেজি. আমার দিদির 'নয় বছরের মেয়ে সেও হাসে আমার অবস্থা নিয়ে, বোল বছরের ছেলে মন্টু, সেও আমার অবস্থা দেখে ঠাট্টা করে, ও পাড়ার সবাই ছেলেছে, এখন এখানে হাসবে, (রামকে, দরজাটা আবার খুলিতে চেষ্টা করিয়া) না আমাকে ছেড়ে দাও। (কেটর প্রবেশ)।

কেট— (অবটন কিছু খটিয়াছে দেখিতে না পাইয়া, এদিক ওদিক চাহিল) কি হয়েছে রাণী? কি হয়েছে মা? (রাণী ও মা আগাইয়া গিয়া দুইজনে দুই হাত ধরিয়া মিলিকে দরজার নিকট হইতে সরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু মিলি এমন কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া যে একটুও নড়াইতে পারিলেন না, মিলি আবার দরজাটা খুলিতে চেষ্টা করিল।)

রাম— (দরজাটা সবলে চাপিয়া ধরিয়া) দরজাটা খুললে এখনি ঠাণ্ডা হাওয়া এসে দা'বাবুর লিগনিয়া করবে!

কেট— কি হয়েছে রাম?

রাম— বিশেষ কিছু হইনি, বৌদিমনি গজা চানে যেতে চাইছেন, আমি বলছি, আজকে রাত্তিরে দরজাটা খুলতে একদম বারণ রইয়েছে আপনার।

কেট— সেকি! এত রাত্রে গজামান কি? সকাল বেলা মার সঙ্গে গেলে হয় না? না, না, পথঘাট চেনা নেই, সিঁড়িগুলি এখানে ওখানে ভাঙ্গা, জোয়ার এসেছে, একটু পা ফসকালেই কলেঙ্কারি! গত বছর মনে নেই রাম, এমনি দিনে একটা লোক ডুবে গিয়েছিল?

রাম— (মিলিকে) ঐ শুনলেন ত এখন।

কেট— না, না, এখন কাউকে দানটান করতে হবে না, আরে, হঠাৎ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লেগে একটা অস্থ-বিস্থও ত করতে পারে!

রাণী— (চক্ষু যথাসম্ভব বড় করিয়া) অ্যা দাদা, এরি মধ্যে এত! বৌদিকে তোমার খুব পছন্দ হয়েছে বল?

কেট— (সামনে হাত উঠাইয়া, খুন্সে দুই আঙ্গুল দিয়া চিমটি দেখাইয়া) এই এতটুকু হয়েছে।

রাণী— ঐ ওষ্ঠেই হবে। মেয়েরা ভিলকে খুব তাড়াতাড়ি ভাল করে নিতে পারে, না বৌদি? (মিলিকে দুই হাতে ধরিয়ে একটা ঝাঁকানি দিয়া) দাদা কি বলছে শুনতে পাচ্ছ?

কেট— একটুও না পছন্দ হলে কি আর শুধু চাকরীর জন্তে—(মার দিকে চোখ পড়িতে লজ্জায় ও রাগে) তোর একটা কাণ্ড-জ্ঞান নেই রাণী, মার সামনে যা খুশি তাই আরম্ভ করেছিস! (মিলি কিরিয়ে দাঁড়াইল, মুখ প্রসন্ন)

মা— (লক্ষ্য করিয়া) আরে একি! হাতের গলার গয়না কি হল? সিঁথিতে সিঁছুর ছোঁওয়ানি এখনও? কেমন যে বিয়ে দেয় কেরাণীরা!

কেট— মেজদির বিয়েতে যে দেখেছিলাম পরদিন সিঁছুর দিয়েছিল?

রাণী— মা, এত কথা জিজ্ঞেস করলে, একটা কথা কিন্তু জিজ্ঞেস করনি বৌদিকে।

মা— কি কথা?

রাণী— এই, মানে, বৌদি কোন জাতের মেয়ে?

মা— (স্তম্ভিত) তাইত, তাইত!

রাণী— ভয় নেই মা, বৌদিরা বামুন।

মা— (মুখে একটা হাসির ক্ষীণ রেখা ফুটিল) কিন্তু যা হবার ত হয়ে গেছে, এখন আর কি সুবিধে হচ্ছে তাতে?

রাণী— বলকি মা, মাত্র লেখা-পড়া না হয়েছে, আসল বিয়েটাই ত এখনও বাকি। পুরুত ডাকাও, দিন দেখাও। দাদাকে মুকুট পরিয়ে বিয়ে করতে পাঠাও। দশকোশ ধরে তত্ত্ব পাঠাও, তারপর বরণ করে বৌ ঘরে তোল—

মা— ওর দিদির শাড়ী বৌ আর ওকে বাড়ীতে ঢুকতে দেবেনা বলেছে?

রাণী— তাতেই বা কি, বড়পিসিমার বাড়ীতে বিয়ে হোক, সেও ব্যাপার সেই একই হবে। তাছাড়া বড়পিসিমাও খুশি হবেন।

মিলি— (অস্ফুট স্বরে বাণীকে) দিদি জামাইবাবুকে একটু খবর দিলে হত ; শুধু তাঁদের।

মা— (শুনিতে পাইয়া) হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়, নিশ্চয় ; তুমি যার নাম বলবে সবাইকে বলা হবে। তাছাড়া আমার বাপের বাড়ী রয়েছে, বড় দুই মেয়ের স্বশুরবাড়ী রয়েছে, ওনার ভাইবা রয়েছে—

কেট— (বাধা দিয়া) তুমি কি এখন নেমন্তন্নর লিষ্ট করতে বললে নাকি মা ? আমি যে এদিকে ক্ষিধের মত্রে বাছি।

মা— (তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া) তাইত, শিগগির চল তোবা, ভাত তরকারি শুকিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে কি হচ্ছে এতক্ষণ কে জানে। (দরজার নিকট গিয়া মাথা ঘুরাইয়া) বাবাকে যেন কিছু বলিস্ না তোরা আজকে, যা বলবার আমি বলব। খাইয়ে দিবেছি, বাই ওনাকে আগে শুতে পাঠিয়েদি, তারপর আর তোরা (মা ও রামের প্রস্থান)।

রাণী— (কেট ও মিলিকে) দেখ, ঠাকুর প্রণাম না করে কিন্তু ভেতরে যেতে নেই। তোমরা তৈরী হও, আমি ঠাকুর নিয়ে আসছি। (কেট ও মিলি দুইজনে পাশাপাশি চইয়া ভক্তিভরে দাঁড়াইয়া রহিল, দুইজনের একবাব চোখাচোখি হইতে একবার হাসিলাও। তারপর আবার গভীর হইয়া দরজার দিকে তাকাইয়া রহিল। একথণ্ড পুরাতন খবরের কাগজের সাহায্যে ধরিয়া স্নবহৎ মলিন একটি জলখরা কাঁটা লইয়া রাণীর প্রবেশ।)

রাণী— (কাঁটাটা উন্টা করিয়া দরজার পাশে বসাইয়া) নাও এবার
প্রণামটা সেরে নাও ছুজনে, (মিলিকে) এটা দাদাব ঠাকুর,
খুব অত্যন্ত । মাব ঠাকুর ছাতেব কোঠার । চল ।

—যবনিকা—

কয়েকটি বিশেষ যুক্তাকরপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে । প্রথম ও
অন্যান্য পৃষ্ঠায় ‘মাটা’ হলে, ‘মাটি’ হইবে । অষ্টম পৃষ্ঠায় ‘ই: কেন
খাব’ হলে, ‘ই: কেন খাব’ হইবে । ২০ পৃষ্ঠায় ‘কোশালি-
ফিকেসনন্?’ হলে ‘কোশালিফিকেসনন্?’ ৪১ পৃষ্ঠায় ‘সই করিয়’
হলে ‘সই করিয়া’ ৪৮ পৃষ্ঠায় ‘খুখু’ হলে ‘খুখু’ ৫১ পৃষ্ঠায় ‘অভিমান’ হলে
‘অভিমান’ হইবে । অভিনয়কালে ৫১ পৃষ্ঠায় শেষের দিকে ‘আঁতুরে
সেই’র হলে ‘এইটুকু’ বলিতে হইবে ।

প্রকাশক ঐশ্বরীচন্দ্র কুমার মিত্র ৮০১ টালিগঞ্জ রোড কর্তৃক টালিগঞ্জ
প্রেস লিঃ হইতে মুদ্রিত ।

